প্রকাশক : শ্রীনিমাই বন্দোপাধ্যায়
৮বি, ব্রজেন্দ্র ঘোষ লেন
কলিকাতা—১০

প্রথম সংস্করণ
বিজয়া দশমী, ১৩৬০
১৭ই অক্টোবর, ১৯৫৩

343/53/500

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরী

উৎসর্গ

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের চরণকমলে

সূচীপত্র

মন্দাকিনী

মন্দাকিনী

অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে ;
আমি তরু সীমাহীন মরুবুকে যাপি অনুদিন
উষালোকহীন।
ধূসর প্রান্তর-'পরে তপ্তবালুকণা
নিদাঘের অগ্নিকরে শিখায়িতফণা
বিস্তারিয়া চলে দূর দিগন্তের পারে
নিরন্তর প্রবাহিত সমীরণ-ধারে
পাবক-সন্ত্রাসে।
অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

জীবনের প্রতি পল শূন্যতার নিপ্প্রান্ত-সৈকতে
নীরবতা-পথে
লুপ্ত হয় একে একে, হানে আশা কণ্টক বাধার-
আনে লক্ষ্য কার।

হে অভিসারিকা ! তব অভিসার লাগি'
বিনিদ্র রজনীযাম তন্দ্রাহীন আঁখি,
অশেষ সরণী মোর সে-ও জেগে রয়—
অব্যর্থ গতির ধারে অক্লান্ত সময়
অবিরাম ভাসে।
অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

দূরে বহুদূরে দূর দিগন্তের সীমান্ত-সীমায়
স্বপন মিলায়,
আমি শুধু চেয়ে রই : হৃদয়ের রুদ্ধ স্বর্ণ-দ্বার
সাধ খুলিবার।
অন্বেষণী দৃষ্টি মোর যে-দিকে ফিরাই
অভীপ্সিত স্বপ্নশিখা খুঁজে নাহি পাই ;
শ্রবণ-কুহরে পশি' কোনো কলধ্বনি
নাহি আনে বার্তা তার ঊর্মি-রণরণী
মুক্ত নৃত্য-ভাষে।
অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

অনন্ত গগনে জাগা অপলক ধ্রুবতারাসম
ওগো অনুপম !
জাগে দুটি আঁখিতারা, মূর্ত তব সুর-সন্দীপন
লভে এ-চেতন।
তোমারি প্রতীক্ষারত মর্ম-বীথিকায়
প্রভাত-প্রসূন-লগ্ন বুঝি বা ঘনায়।

আমি তব আলোকের অনন্ত-পিয়াসী
পরিপূর্ণ সবিতার চির অভিলাষী
অন্তর-আকাশে।
অমরার মর্ম্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

ঊষর মরুর বুকে সবুজের কোন রেখা নাই—
তবু তারে চাই ;
দিগন্ত-বিস্তৃত রিক্ত বালুভূমি সীমা নয়নের
আলেখ্য মর্ম্মের !
শাখায় শাখায় ভরি' নাহি ফোটে ফুল
নন্দন কাননজাত গন্ধ অপ্রতুল
কণ্টক চরণে শোভি' বাজে না নূপুর
পাখিরা র'য়েছে প'ড়ে সান্দ্র-স্বপ্নাতুর
মর্ত্ত্য তন্দ্রাপাশে।
অমরার মর্ম্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

যুগ যুগ ধরি' এই ম্লানমর্ত্ত্য লাগি' অমরার
একী অভিসার ;
ফুটায়ে তুলিতে চায় ধূলি-বুকে কোন মন্ত্র-রূপ
হিরণ্য-কৌস্তুভ !
বুঝি বা রয়েছে স্বপনের উপাদান
ধরণীর গর্ভতলে—সবিতৃ-নিস্বান

নিহিত পঙ্কেরই মৌন-শঙ্খে বুঝি তাই
রূপায়িছ আপনারে আপনি সদাই
গোপন-উদ্ভাসে।
অমরার মর্ম হতে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

ভিন্ন করি' তমোবক্ষ ওঠে সূর্য তব এষণার--
দীর্ণ কারাগার ;
লক্ষ্যে আজি উদ্ভাসিত, হে প্রশুভ্র, জ্যোতি-সবিতৃকা
তব স্নিগ্ধশিখা।
মৌনমন্ত্র সমাবৃত নিথরিত রাতে
কভু ওঠে দুলে কোন মগ্নশৈলাঘাতে
সে কোন তরণীখানি—তোমারি দিশায়
উদয়-আকীর্ণ তীরে নব বাণী পায়
শান্ত সমুদ্ভাসে।
অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

মোর শোণিতের প্রতি অণুতে অণুতে জেগে ওঠে-
মর্তবন্ধ টোটে ;
তোমার পরশ-বীণা অনাহত মন্ত্রববিকরে
সম্বিতে শিহরে।
মনে হয় নিশীথিনী জাগে শুভ্র সুরে—
উৎসারিত সুধাস্রোত তারার নূপুরে ;

দুস্তর আঁধার ভেদি' নামে তব গান
জীবনের তন্ত্রী-'পরে অপূর্ব অম্লান,
বাধা যত নাশে।
অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

এ-মর্ত্ত্য-চেতনামাঝে লাগে আসি' অসীম-পরশ
প্রভাত-রভস ;
দৃষ্টির আড়ালে কোনো পূর্বাচলে খুলেছে কি দোর
পূর্ণ স্বর্ণডোর!
বিপুল বিস্ময়ে হেরি অঙ্গে অঙ্গে রাজে
স্নিগ্ধ শ্যামলিম আভা, নৃত্যতালে বাজে
মরুভূবিথারী কার তটিনী-কিরণ,
সুরভি-বিভোর মোর তনু-প্রাণ-মন
স্বপ্ন-ছন্দ-হাসে।
অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

দুর্বার চরণে নামে আত্মহারা তরঙ্গ প্রোজ্জ্বল
লভিতে সকল
সত্তার সাম্রাজ্য মোর বিসারিয়া মর্ম-অমরার
সুবর্ণ-সম্ভার।
প্রভাত-কিরণে খোলে শত শতদল
আনন্দসলিলে জাগে সূর্য সুনির্মল :

ফল্গুস্রোতে মন্দাকিনী ক'রেছে কখন
রূপায়িত এ-মর্তের অমরা-স্বপন
ঊর্মি-কলোচ্ছ্বাসে।
অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

৬ নভেম্বর, ১৯৪৬

উদয়

শূন্যে দিগন্তেরি অন্তরালে
বন্দনা-সঙ্গীতে সুর কে ঢালে।
ধরণীর সরণীতে
অম্বর-সম্বিতে
সুদূরের সত্তার দীপ কে জ্বালে,
শূন্যে দিগন্তেরি অন্তরালে।

শেষ রজনীর ম্লান আঁচল খসে,
কালের তামস-তলে কিরণ পশে।
প্রভাতিকা-শতদল
উদয়নে অচপল
ছায়াহীন মায়া যেন জাগে মানসে,
রজনীশেষের ম্লান আঁচল খসে।

রক্তিম মূর্ছনা ভুবন ভরে,
স্বর্ণাভ ঊষসীর মঞ্জু করে।
প্রমুক্ত নব ঊষা
খোলে তার মঞ্জুষা,
কনকের অঞ্জন নয়নে পরে,
রক্তিম মূর্ছনা ভুবন ভরে।

তাহারি পরশ ওই সাগরে লাগে,
মিলন-মন্ত্র কার লহরে আঁকে।
ফেনিল ঊর্মি-জল
ঘুম ভাঙি' উচছল,
অনাবিল জাগরণ-ছন্দে জাগে,
তাহারি পরশ ওই সাগরে লাগে।

চির-ঊষা-অভিলাষী কে পথী চলে
সুগম সরণী হ'ল মণি-অনলে।
বন্ধুর পথখানি
আপনারে লয় টানি'
অনাহত কিরণের স্তবক-তলে,
চির ঊষা-অভিলাষী কে পথী চলে!

নব জীবনের জ্যোতি দীপন-ভাষা,
ধরার ধূলার চির তিমির-নাশা।
আঁধার-অবনী জাগে
স্বর্ণ-স্বপ্ন-রাগে,
তব কর বহি' আনে অসীম আশা,
নব জীবনের জ্যোতি আশার ভাষা।

সাগর অসীম চির অন্তহারা—
সে কোন নীলোৎপলে জাগিল সাড়া।
অনাদি ছন্দে ভোলে
মুক্ত-পরশে খোলে
প্রতিদল লভি' প্রাণে স্বপ্ন-ধারা,
সাগর অসীম চির অন্তহারা।

শূন্যে দিগন্তেরি অন্ত-পানে
কার চির বন্দনা মর্ম্ম-গানে।
ধরণীর সরণীতে
অম্বর-সম্বিতে
সুদূরের সত্তার দীপ কে আনে,
শূন্যে দিগন্তেরি অন্ত-পানে।

তৃষা

আশীষ তোমার প্রদীপসম জ্বলে সকল তিমির-তলে,
বিচ্ছুরিয়া দেয় সে তব দীপন-বাণী প্রতিপলে।
নাশে চির আঁধার-কালো
ফোটায় প্রিয়-উষা-আলো,
ছায় সুরভি আরক্ত-রাগ-রঞ্জিত মোর গহন-দলে,
আশীষ তোমার প্রদীপসম জ্বলে সকল তিমির-তলে।

মাগো, তোমার পরশ-সুধায় চিনেছি মোর প্রাণের তৃষা,
তাই জেনেছি তিমির-রাতে কোথায় চির দিনের দিশা।
বাঁধন-হারা স্রোতের টানে
উধাও জীবন অসীম-পানে,
প্রমুক্ত মোর জীবন-ধারা তোমার জ্যোতির ধারায় চলে,
আশীষ তোমার প্রদীপসম জ্বলে সকল তিমির-তলে।

বহ্নিরথ

স্বর্ণকান্তি আদিত্যের আরক্ত উদ্ভাস
মেদিনীর তমস্বিনী-তোরণ-অন্বেষী ;
হেমতনু সপ্তাশ্বের সুদূর-আভাস ,
হিরণ্ময় দ্যুতিচক্র আঁধার-বিদ্বেষী,

ধরণীর প্রান্ত-পটে ক্ষীণ-রশ্মি-আভা
প্রকম্প্র তরঙ্গ-ধারে করে বিচ্ছুরণ ;
ঊর্ধ্বলীন মেঘলোক বহ্নি-মন্ত্র-কাঁপা
মর্মে লভি' ভাস্বর বার্তার উদ্বোধন।

বহ্নিরথ নেমে আসে কাছে আরো কাছে
অমরার মণি-দ্যুতি মর্মে আহরিয়া ;
সবিতৃ-সারথি নামে স্বর্গ-স্বপ্ন-সাজে
প্রেমোজ্জ্বল মূর্তভানু মুক্ত করি' হিয়া

সুবর্ণ-গুঞ্জন ছায় দীপ্র জ্যোতি-যান
　উর্ধ্বের বন্ধনরাশি ছিন্ন করি' আসে ;
ছন্দের তরঙ্গ-ধ্বনি রহে কম্প্রমান
　অবারিত অনাহত গৈরিক আকাশে।

উল্লঙ্ঘিত কালসীমা কালহীন সুরে
　ব্রহ্মাণ্ড বিক্ষুব্ধ তার গতির গহনে ;
কবি সনাতন ! দেয় জ্বালি' অন্ধপুরে
　অতন্দ্র কল্পনা-শিখা রাত্রির স্বপনে।

নৈশপত্রে হেমোজ্জ্বল তাহার স্বাক্ষর
　মুক্ত করে রুদ্ধপথ—অমরা-ভাণ্ডার ;
তেজঃপুঞ্জ, সয়ংসিদ্ধ, নিঃশঙ্ক শঙ্কর
　হেম-কান্তি সমুদ্ভাসে কালের কান্তার।

সহস্র সুপ্তির অঙ্কে মূর্ছিতা বসুধা
　মর্ত্য-পথ অন্বেষণী দূর-নভালোক ;
অকস্মাৎ ঢালে সূর্য চিন্ময়-চারুতা
　ধরিত্রী-অঙ্গনে ঝরে প্রভাত-পাবক।

নিঃসহায় নৈশনেমী রজনীবিহগ
　নিরুদ্দেশে যাত্রা করে ভয়কম্প্রপ্রাণে
বিরচিত ধরাবক্ষে সরণী উর্ধ্বগ
　অনাদি সবিতৃ-তৃষা ভাস্বরিত গানে।

পূর্বাচল ওঠে জাগি' লভি' নব আশা
  দিক্-বালা দ্যুতি-শঙ্খে করে অভ্যর্থনা ;
কে অতিথি আসে ওই সর্বরাত্রিনাশা
  চিরন্তনপথী আনে বহ্নি-বিভাসনা।

সুদূর সুবর্ণ-দ্বারে সূর্য-রথ-ধ্বনি
  আরক্ত আলোকে ঢালে স্বর্গীয় সুষমা ;
নভাঞ্চল লয় ভরি' সে পরশমণি
  দীপ্তরশ্মি-বার্তা আনে দিক্-বিহঙ্গমা।

সে বাণীর স্পর্শে জাগে অবনী-উৎপল
  শুভ্র-দেব-দিবাকরে করিছে বন্দনা ;
ঊর্ধ্বের সহস্র-আঁখি পুলক-বিহ্বল
  সৌরকরে রচে ধরা অমরা-আল্পনা।

স্বর্ণকান্তি আদিত্যের আরক্ত-উদ্ভাস
  মেদিনীর তমস্বিনী তোরণ-বিদারী ;
হেমতনু সপ্তাশ্বের সুদূর-প্রকাশ
  নেমে আসে করি' মুক্ত স্নিগ্ধ স্বর্ণ-ঝারি।

নিহিত

একলা রাতে ওগো পথিক কোথায় চলো তুমি ?
ধ্রুবতারা সাজায় যুগের আকাঙ্ক্ষিত ভূমি।
তারি সুদূর আলোর বাণী
মর্মে আমার দিল আনি'
আঁখির পাতে চিরজাগর স্বপন গেল চুমি',
একলা রাতে ওগো পথিক কোথায় চলো তুমি ?

নির্ঝরিণী, বাজায় বাঁশি কে আজ তোমার প্রাণে ?
চরণ আমার চপল হ'ল সেই অসীমের টানে।
প্রান্তহারা নীল বারিধি
ডাকে দিনে নিশায় নিতি,
মন্ত্র তারি মন্ত্রিত মোর জীবনভরা গানে,
নির্ঝরিণী, বাজায় বাঁশি কে আজ তোমার প্রাণে ?

সবুজপাতায় লুকিয়ে কুঁড়ি নিশায় ডাকো কারে ?
সকল ছায়া মুছিয়ে ঊষা চায় যে অভিসারে।
মর্ত্য-মায়ার বাঁধন জিনি'
সেই পরশে আমায় চিনি,
সৌরভে প্রাণ ভরিয়ে লভি' আপন অধিকারে,
সবুজপাতায় লুকিয়ে কুঁড়ি নিশায় ডাকো কারে ?

হায় রজনী, তোমার বাণী যায় না কিছুই বোঝা !
আমার প্রাণে বাঁধল বাসা চিরদিনের খোঁজা।
নীল অমরার উদয়তরী
আসে তিমির-পন্থা ধরি'
চাই যে মণি-চেতন বহি তাই বেদনার বোঝা,
হায় রজনী, তোমার বাণী যায় না কিছুই বোঝা !

ঝর্ণাধারা

আমি হিম-সাগরের শুক্লাধারা
চলি চির অসীমের স্বপ্নেহারা।
ছন্দে মূর্ত মোর
স্পন্দ গতি বিভোর ;
অবারিত অভিযানে পাগলপারা,
আমি হিম-সাগরের শুক্লাধারা।

কে যেন বাজায় বাঁশি কোন সুদূরে
চিত উতরোল সেই সুর-নূপুরে।
প্রভাত-নিশায় সাঁঝে
আহ্বান-বীণা বাজে ;
ঘরছাড়া উদাসিনী যাচে বঁধুরে
কে যেন বাজায় বাঁশি কোন সুদূরে।

জটার বাঁধন যত খুলি' দুহাতে
চঞ্চলা গতি মোর পশে গুহাতে।
পাষাণের বাধা ভাঙি'
মিহিরে মর্ম্ম রাঙি'
অনাহত জীবনের নিশি-প্রভাতে,
জটার বাঁধন যত খুলি' দুহাতে।

অনন্ত ইসারা যে আমারি প্রাণে
তাহারি স্বপন-ছবি আমায় টানে।
মর্ম্ম-মিলন লাগি'
দিবস রজনী জাগি ;
অস্ফুট তাবি ভাষা বিসারি গানে
অনন্ত-ইসারা যে আমারি প্রাণে।

বঙ্কিত পথে ধৃত মোর প্রগতি
শঙ্কিত নহি—ধরি দিশারী-জ্যোতি
যোবন ডচছল
মুক্ত ঊর্মিদল
অসীমের স্বদূরের মিলনব্রতী
বঙ্কিত পথে ধৃত মোর প্রগতি।

অতন্দ্র আঁখি মোর সমুখ পানে,
চির প্রিয় কলতান পশিছে কানে।
মানসে জাগে সদাই
স্বপনের রোশ্‌নাই,
জীবনগভীরে তারে বুঝি বা আনে,
অতন্দ্র আঁখি মোর সমুখপানে।

আমি চির মুক্তির মূর্তধারা
চলি দূর অসীমের স্বপ্নহারা।
ছন্দে দীপ্ত মোর
স্বর্ণ-শুভ্র ভোর,
অবারিত অভিযানে পাগলপারা,
তুষারমৌলী মোর উৎসধারা।

স্বাক্ষর

হে পাবক-শিখা ! প্রদীপে আমার রাখো তব স্বাক্ষর,
পরশনে তব করো প্রোজ্জ্বল প্রদীপ্ত অন্তর।
তোমার জীবন-বাণী অভিনব
মম সঙ্গীত-সুরে সাধি' ল'ব ;
করো এ-মর্ম অমল-মন্ত্রে সমূর্ধ্ব-সঞ্চর,
হে পাবক-শিখা ! প্রদীপে আমার রাখো তব স্বাক্ষর ।।

মানসে আমার তব চেতনার সুধাধারা দাও ঢালি'
মর্ত-তিমির-মগ্ন রজনী মুহূর্তে দাও জ্বালি'।
লহো মোরে শুধু তব পন্থায় ;
উদয়-ক্ষণে গোধূলি সন্ধ্যায় ;
ধ্রুবতারা ওগো ! তোমারি লাগিয়া এ-গহন-অম্বর,
হে পাবক-শিখা ! প্রদীপে আমার রাখো তব স্বাক্ষর ।।

নেয়ে

ওগো আমার অচিন নেয়ে
মুক্তপালে কোথায় চলো ভেসে,
অসীম সুনীল সাগর বেয়ে
কোন সুদূরের স্বপ্ন-ছাওয়া দেশে ?
অস্তাচলে দিগন্ত-দীপ রাখা
নিশা এবার মেলবে কালো পাখা
পথ যে দিনের পন্থা নিল
নিশীথিনীর নিবিড় ধাবায় এসে।
ওগো আমার অচিন নেয়ে
মুক্তপালে চলো কোথায় ভেসে ?

শান্ত আজি বসুন্ধরা
ক্ষান্ত দিনের কোলাহলেব ধ্বনি,
তারি মধুর ছন্দ কি আজ
তোমার পথে উঠছে রণরণি' ?
বিমৌন ঢেউ তোমাব কানে কানে
কোন অতলেব গোপন-কথা আনে
বাণী কি তাব আঁধাব পথে
জ্বালে প্রাণের দীপ্র কিরণ-মণি ?
শান্ত আজি বসুন্ধরা
ক্ষান্ত দিনের কোলাহলের ধ্বনি।

পূরবীতান বিস্তারিয়া
কখন গেছে অস্তাচলে রবি ;
আবছা আলোর কুহেলিকায়
দিগ্বালা কার আঁকে মলিন ছবি।
বিজন-কূলে আপনহারা সুরে
উর্মি কাহার বাজে গোপন-পুরে
অসীম আকাশ আত্মহারা
অসীম-নীরে আপন দিয়ে সঁপি'।
পূরবীতান বিস্তারিয়া
কখন গেছে অস্তাচলে রবি।

নিকষকালো চন্দ্রাতপে
রাতের তারার জাগার সময় হ'ল ;
পাণ্ডু-চাঁদের আভাস লাগে—
তরী বেয়ে কার ইশারায় চলো ?
দিগ্বধূরা নিবিয়ে দিয়ে বাতি
জানায়—আসে নিতল নীরব রাতি
আঁধাব-সুরে শঙ্খ বাজে—
সেই স্বননে কী গান সেধে তোলো ?
নিকষকালো চন্দ্রাতপে
রাতেব তারার জাগার সময় হোলো।

আকাশ-ছাওয়া সুনীল-বিথার
ক্লান্তিহারা উঠছে কেবল দুলে ;
তুমি কি রও পথিক ওগো,
তারি চলার ধারায় আপন ভুলে ?

সুরলোকের গোপন-উৎস হ'তে
ঝরে আলো তোমার পথে পথে
তারি দিশায় সাগর-বুকে
কালোরাতের বাঁধন কি যাও খুলে ?
আকাশ-ছাওয়া সুনীল বিথার
ক্লান্তিহারা উঠছে কেবল দুলে।

সুনীল সাগর-সীমার শেষে
অসীম যেথা লুকিয়ে আপন প্রাণ
তারি সুরের পরশ লাগি'
সাগর-বুকে আপন-অভিযান।
সকল কালোর গভীব গহনতলে
চিরদিনের দিনের রবি জ্বলে,
আঁধার-তোরণ দীর্ণ ক'রে
তাবি সুরেব লব বিজয়-গান।
সুনীল-সাগর-সীমার শেষে
অসীম যেথা লুকিয়ে আপন প্রাণ।

ওগো আমার অচিন নেয়ে,
মুক্তপালে কোথায় চলো ভেসে ;
অসীম অতল সাগর বেয়ে
কোন সুদূরের স্বপ্ন-ছাওয়া দেশে।
অস্তাচলে দিগন্ত-দীপ রাখা
সন্ধ্যা এবাব মেলবে কালো পাখা

পথ যে দিনের পন্থা নিল
নিশীথিনীর নিবিড় মায়ায় এসে।
ওগো আমার অচিন নেয়ে
মৃক্তপালে চলো কোথায় ভেসে।

শরৎ

শরৎ আজিকে পাঠাল কাহার
নবীন উষার লিপিকা,
আলো-আহ্বান আসে দ্বারে দ্বারে-
নব সুরে তব গীতিকা।

সব বেদনার বিমলিন ছায়া
মুছায়ে অঝোর ঝরিছে,
সুধা-নির্ঝর মর্মে বহিয়া
ভবনে ভুবনে ভরিছে।

জননী, তোমার অমলপ্রেমের
হেম-শিখা জ্বালি' মর্মে,
মিলন-মন্ত্র অনাহত জাগে
উদয়-অরুণ-স্বর্ণে।

আজি আনন্দ জাগে অফুরান
অঙ্গনে তব দাঁড়ায়ে,
কাঞ্চন-উষা প্রমূর্ত হয়
নিশীথ-বাঁধন হারায়ে।

শুভ্র মেঘের ভেলা ভেসে চলে
কার বাণী বুকে বহিয়া
সুনীল দীপ্ত নভ-পথে যায়
সাধের স্বপন কহিয়া।

ভরা নদীকূলে পুলকাঞ্চিত
শ্যাম তৃণদল হরষে,
উড়িছে মরাল মুক্ত আকাশে
সৌরভ-সুর-রভসে।

আকাশ বাতাস তরু-মল্লিকা
নব প্রাণে আজি জাগিল,
সুর-শঙ্খের রক্তিম-রবে
দিশি দিশি ওই ভাতিল।

ডাকে বসুমতী সন্তানে তার
গৌরবে বুক ভরিয়া,
স্বর্ণ-গুচ্ছ সমীর-আনত
কে নিবি রে তোরা বরিয়া

আগমনী-গীতি ওঠে দিকে দিকে
এসো মঙ্গল জননী,
তব কল্যাণ আশীষে মিলায়
নিতল নিখিল-রজনী।

শরৎ আজিকে পাঠাল কাহার
নবীন উষার লিপিকা,
আলো-আহ্বান আসে দ্বারে দ্বারে
নব সুরে তব গীতিকা।

লগ্ন

তিমির যবে নিবিড় হোলো—আঁধার নিশায় মগ্ন,
সেই লগনে প্রকাশ পেল পূর্ণ চাঁদের স্বপ্ন।
এলো জ্যোতির অবাধ-গানে
জাগল ধূসর ধূলার প্রাণে
ছড়িয়ে দিকে দিগন্তরে সন্দীপনী রত্ন,
তিমির যবে নিবিড় হোলো—আঁধার নিশায় মগ্ন।।

সেই লগনেই নয়ন মেলি' চায় রজনীগন্ধা,
উদয়-আভার দীপ্ত-পরশ পায় সরণীর সন্ধ্যা।
প্রভাত-পাখির কূজন-সুধা
মিটায় রাতের অতল ক্ষুধা,
নিখিল ধরার সকল হিয়ার গাঁথে পরম লগ্ন,
তিমির যবে নিবিড় হোলো—আঁধার নিশায় মগ্ন।।

শুকতারা

শুকতারা! ধরিয়াছ কার বহ্নিরূপ তব মাঝে?
ঢালো দীপ্ত সুধাধারা নীরব ধরায়;
যবে শত নীহারিকা সীমাহীন নীলিমায় রাজে,
তুমি রও ধরণীতে সুদূর-বিভায়।
এই পৃথিবীর সাথে পরিচয় তব
কত যুগে যুগে, তবু তুমি নিত্য নব
নিশার প্রশান্তি-উৎস, ঊষার বৈভব,
কাল-হীন স্বপ্ন তুমি কালের দিবায়।

মর্ত্যের যাত্রার পথে, হে পথিকা, কহ মোরে কহ,
কেমনে মূর্তিয়া তোল স্বর্গ-রশ্মি-ধারা;
স্বর্ণ-স্রোতে উৎসারিত যে-সরণী ঊর্ধ্ব-পানে লহ,
সে মোরে আকাশ-পারে করে আত্মহারা।
আঁধারের জাল তুলি' অবনীর রবি
আমার নয়ন পটে আঁকে তব ছবি,
রূপের গভীরে তব এই মুগ্ধ কবি
চিরন্তন মাধুরীর মৌন-বাণী পায়।

প্লাবন

বাঁধনভাঙা স্রোতের মত চন্দ্রকিরণ ভূলোকে
নামল যে আজ পুলকে।
　　আকাশ-মাটির মিলন-গানে
　　কোন দিশারী দীপন আনে ;
কোন সুদূরের মর্ম-ঝরা জাগল সুরের বাঁশরী
মর্ত্য-আঁধার পাসরি'।

নীরব ধরার গহন পরান পরশ সে কার লাগিয়া
গভীর নিশা জাগিয়া।
　　বিনিস্পন্দ অভীপ্সা তার
　　বহ্নি লভে কোন অমরার ;
কার মানসের অমল আভা আকাশ-পারে ছড়াল
রাতের হৃদয় ভরাল!

আজ অলকার বিহঙ্গদল লভি' আলোর সরণী
বন্দিল এই ধরণী।
　　ধূলার বুকে পাতার ফাঁকে
　　থির বিজলীর আভাস লাগে ;
সুপ্ত ধরার মর্ম-মুকুল উন্মীল কার স্বপনে
কিরণ-উজল নয়নে।

আজ রজনীর অতলতায় মূর্ত হ'ল সহসা—
এ কী আলোর বরষা!
সান্ধ্য কুহেলিকার বাধা
হ'ল যে তার স্বর্ণে সাধা ;
ফুটল যত অফুট কলি স্বর্গ-সুরে রাঙিয়া
রুদ্ধ-দুয়ার ভাঙিয়া !

নীরবতার স্তরে স্তরে কার নূপুরের ধ্বনি যে
যায় পলকে রণি' যে !
আমার কানে তাদের আভাস
আমার চোখে তাদের প্রকাশ ;
ছন্দে মোরে তারি সুরের শঙ্খ যে যায় জাগায়ে
কনক-চমক লাগায়ে !

বাঁধন-ভাঙা স্রোতের মত চন্দ্রকিরণ ভূলোকে
নামল যে আজ পুলকে !
আকাশ-মাটির মিলন-গানে
কোন দিশারী দীপন আনে ;
কোন সুদূরের মর্ম-ঝরা জাগল সুরের বাঁশরী
মর্ত্য-আঁধার পাসরি' !

সাধ

(গান)

চাহিব তোমারে, এযে সাধ শুধু নহে তো সাধনা আজো,
প্রাণে মোর আসি' ওঠো উদ্ভাসি' আঁধারে উষায় রাজো।
তোমারি চরণে লহ মোরে টানি'
মর্মে জাগাও তব ধ্রুব-বাণী,
মন্ত্রে অমল জীবন-তন্ত্রী ঝংকারি' মম বাজো,
চাহিব তোমারে এযে সাধ শুধু নহে তো সাধনা আজো।

কোন সুরে তব করি আরাধনা, মাগো, জানি না তো প্রাণে,
দিয়েছ কণ্ঠ—আপন ভুলিয়া ভরি নিশি গানে গানে।
জানি না সেথায় ধরে কি না ধরে
যে-মণি-বিভাস ঝলে অম্বরে,
জানিতে বাসনা পাবক-ছন্দে সাজো সেথা তুমি সাজো,
চাহিব তোমারে এযে সাধ শুধু নহে তো সাধনা আজো।

জানি না রচিতে প্রসূনমালিকা সাজাতে অর্ঘ-ডালি
দেউলে আমার নাহি বর্তিকা—শিখায় কেমনে জ্বালি ?
তবু এ-আঁধার উদ্ভাসি' তুলি'
সাধো সুবর্ণে ধরণীর ধূলি,
হে করুণাময়ী, সুগভীরে তাই জানি আছ তুমি আছ,
চাহিব তোমারে এযে সাধ শুধু নহে তো সাধনা আজো।

আশ্রিত

জননী তোমার চরণের তলে দিয়েছ আমারে ঠাঁই
আর কিছু নাহি চাই।
তোমার আলোকে অনন্যআশা
তব-সঙ্গীত-সন্দীপ ভাষা,
মরমের বাণী তাই,
জননী তোমার চরণের তলে দিয়েছ আমারে ঠাঁই।

যে-সুরে আমার জীবনের বাঁশি দিলে গো বাজায়ে তুমি
মর্ম-মণিরে চুমি',
তাহারি গভীর মধু-ঝংকার
প্রাণমালঞ্চ জ্বালে সন্ধ্যার,
সাজে মোর বনভূমি ;
যে-সুরে আমার জীবনের বাঁশি দিলে গো বাজায়ে তুমি।

তব পরশের শিখা প্রদীপ্ত অতল-রতন আনে
জাগি তাই গানে গানে।
শত জীবনের তমিস্রতলে
জ্বলিবে সে-ছোঁয়া অতন্দ্রানলে,
চলে নব অভিযানে,
তব পরশের শিখা প্রদীপ্ত অতল-রতন আনে।

আঁখি-'পরে মোর তব দীপ-আঁখি রাখিলে যে অনিমিখ,
চকিতে দীপিত দিক।
মম জীবনের জাগ্রত-দিশা
করে বিদীর্ণ যুগলীন নিশা
গুঞ্জরে কোন পিক,
আঁখি-'পরে মোর তব দীপ-আঁখি রাখিলে যে অনিমিখ।

তরঙ্গ মোর তব দুর্বার গতি বিভঙ্গে চলে
অনাহত প্রতিপলে।
পন্থা যে তুমি দিয়েছ আঁকিয়া
অন্তরতলে যতনে গাঁথিয়া
অবার ঊর্মিদলে।
তরঙ্গ মোর তব দুর্বার গতিবিভঙ্গে চলে।

জননী তোমার চরণছায়ায় দিয়েছ আমারে ঠাঁই
আর কিছু নাহি চাই।
মোর জীবনের অনুপম-আশা
তব সঙ্গীত-সন্দীপ-ভাষা
মরমের বাণী তাই ;
জননী তোমার চরণছায়ায় দিয়েছ আমারে ঠাঁই।

শরৎরাণী

তোমায় আমি বাসি ভালো ওগো শরৎরাণী,
মর্মে আমার তাইতো জাগে গোপন তব বাণী।
চির রাতের চিহ্ন যত
নিঃশেষে আজ অপগত,
তোমার নিবিড় নিসীম আলোয় জাগে নিখিলপ্রাণী।

শুভ্র-সুরের বিচ্ছুরণে আকাশ আজি মাখা
মুক্ত চির কালের নিশিথিনীর কালো-ঢাকা।
অবাধ আসে ধীর সমীরণ
যায় ছড়িয়ে সুগন্ধ-ধন,
কোন অমরার বার্তা নব হিল্লোলে তার জাগা।

জাগল আলো দিগন্তে ওই, উদয়-রথের ধ্বনি
ধূলার বুকে বুলাল তার অমল পরশমণি।
কত যুগের অফুট আশা
পেল আপন প্রাণের ভাষা
যুগের বীণা উজ্জীবিল সঙ্গীতে নিঃস্বনি'।

বসুন্ধরা বিক্ষতি তার ভোলে তোমার দানে
সন্দীপনী আশীর্বাদের মন্ত্র লভি' প্রাণে।
খিন্ন ধরার দুঃখ-নিশা
পেল অসীম প্রেমের দিশা,
নবীন দিনের আগমনী নিভৃতে তার জানে।

তোমার নিবিড় নির্মলতায় আসে পরম ক্ষণ
নিখিল-প্রাণের তন্ত্রীতে আজ তারি আমন্ত্রণ।
অসীম আজি সীমার মাঝে
বুঝি আপন পরশ যাচে,
ফুলের বুকে ঘাসের বুকে পুলক-শিহরণ!

চিরকালের স্বপ্নখানি যেই নীলিমার কোলে,
নিলীন হ'ল মাটির মাঝে প্রদীপ্তি-হিন্দোলে।
রূপান্তরের মন্ত্র-বাণী
মন্দ্রিল আজ বিশ্বরাণী,
ধ্বনি যে তার পূর্বাচলের উদয়-তোরণ খোলে।

তোমায় আমি বাসি ভালো ওগো শরৎরাণী
মর্মে আমার তাইতো জাগে গোপন তব বাণী।
চির রাতের আঁধার শেষে
আজকে এলে নবীন বেশে
নিখিলমায়ের অধিষ্ঠানের সাজিয়ে আসনখানি

দিশা

তোমারি চরণে ধ্রুব-জীবনের বাঞ্ছিত দিশা পেয়েছি আমি
নিশীথ-গভীরে চন্দ্র-আভায় ভরিয়া অমল বার্তা নব ;
তোমারি স্বর্ণ-স্বপ্নাঞ্চলে জাগর আমার নিখিল-যামি
সে-মধুরে মম সুর-সাধনায় চির প্রমুক্ত কণ্ঠে কব।

নিবিড়-নিলীন পরশনে তব উজ্জ্বলি' ওঠে কালের শিখা,
ছায়া-আবরণ করি' আহরণ কী বাণী বিলাও হিরণ্ময়ী ;
তারি আহ্বানে গীতি-সৌরভে জাগে জীবনের মঞ্জরিকা,
প্রস্রবণের চলে বাজি' বীণা অনাহত কোন সুরাশ্রয়ী।

গতিরে আমার চলেছ সাধিয়া তব চরণের মুক্ত-তালে,
তব প্রশান্তি-বিধৃত ভুবনে জাগে মোর তাই মর্ম-গান ;
আমি সে অতলে করেছি পরশ সে-মন্ত্রে মোর জ্বেলেছি ভালে
তারি আদিত্য-স্যন্দন-ধারে পূর্ণ করি এ রিক্ত প্রাণ।

মোর জীবনের প্রতিপলে তার ঝংকার চির বিজয়ে ধ্বনি'
তাহারি লীলায় ওঠে প্রস্ফুটি'—প্রসূনিকা কার কিরণ-মণি !

করুণা

তোর করুণার পাই তুলনা এ-ভুবনে কোথায় খুঁজি ?
নিঃস্ব হ'য়ে বিলাতে চাই
        চরণে তোর জীবন-পুঁজি।
            মিলায়ে রাতের আঁধার-কায়া
            চির মলিন বেদন-ছায়া ;
প্রাণের প্রদীপ উজল হ'ল সকল নিশা গেল ঘুচি'।
তোর করুণার পাই তুলনা এ-ভুবনে কোথায় খুঁজি ?

নীল অমরার সূর্য আসে, লুটায় মা তোর চরণ-তলে,
লুটায় চন্দ্র-কিরণ-ধারা
        যুগল সোনার শতদলে।
            মর্ত্য-মরণ-শঙ্কা ভুলে
            লভি শরণ চরণ-কূলে,
অঙ্কে মা তোর এই জীবনের সকল আশার স্বপ্ন বুঝি,
তোর করুণার পাই তুলনা এ-ভুবনে কোথায় খুঁজি ?

মা তোর প্রাণের নিবিড় পরশ আমায় সুরে কেবল টানে,
ভরে জীবন শূন্য জীবন
        তোরি গোপন-বিত্ত-দানে।
            শুভ্র-পাবক-শিখার মত
            জ্বলেছি আজ অবিরত ;
দু'টি অমল আঁখির উষায় জাগি ধূলার ছায়া মুছি'।
তোর করুণার পাই তুলনা এ-ভুবনে কোথায় খুঁজি' ?

চকোর

তোমার নয়নে দেখেছি আমার একটি আকাশ উজলতর,
স্বর্ণ-শিখায় পূর্ণ চন্দ্র জাগে ;
রাতের তিমির-আঁধারে তোমার নিবিড় কিরণ-উৎসে ক্ষরো,
অচিন চকোর তাহারি পরশ মাগে।

কোন সে স্বপন সান্দ্রনিশার তন্দ্রা টুটায়—ওঠে যে ফুটি',
দূর অরণ্য-মর্মর-ধ্বনি আসে ;
ধূসর ধরার খিন্ন-আঁচলে যায় অমরার রতন লুটি',
নদী-কলরব আজি নব উচ্ছ্বাসে !

নীবব যামিনী একলা জাগিয়া জাগে নভোলোক কিরণ-সুরে,
শুভ্র বলাকা উদ্দেশে কার চলে ;
অসীম মাধুরী-মগ্ন-আকাশ বাজে বাঁশি কার অনতিদূরে,
সুর-লাবণ্যে শশী অতন্দ্র জ্বলে।

তোমার নয়নে দেখেছি আমার একটি আকাশ উজলতর
এ-চির চকোর তোমারে যাচে যে প্রাণে,
আজি এ নিশীথে জীবন-গহনে তোমারি পরশ-প্রদীপ ধরো,
সাধিব তোমায় মর্মের প্রিয় গানে।



স্বপনী

গোপন তব চরণ ফেলে এলে ধরায় স্বপনী,
সেই চরণের পরশ-'পরে জাগাও সে-কোন সরণী!
ভ্রান্ত-পথে দিশার আলো
তোমার মানস-চন্দ্রে জ্বালো,
তিমিরঘন পারাবারে বেয়ে তপন-তরণী,
এলে তোমার বিকাশ-বিভার ইন্দ্রজালে, স্বপনী।

প্রাণের প্রদীপ জীবন-জ্যোতি বিলায় তোমার বাণী যে,
ছন্দে আমার মুক্ত-লহর আনন্দে তাই আনি যে।
ঊর্মি মালায় জাগর-ধ্বনি
অচিন-পায়ের নূপুর-মণি,
রুদ্ধ-নীরব জীবন-স্রোতে অতল-পরশ জানি যে,
প্রাণের প্রদীপ জীবন-জ্যোতি বিলায় তোমার বাণী যে

ধরার ভালে নীহারিকায় সৃজন-পরশ লাগালে,
অযুত রবি-গ্রহ-তারায় দীপন নব জাগালে।
অতল তিমির তন্দ্রাতলে
চরণ দুটি তোমার চলে,
সেই চলাতে সকলজয়ী বিজয়-তূর্য বাজালে,
ধরার ভালে নীহারিকায় সৃজন-পরশ লাগালে।

কত কালের অভীপ্সা আজ পূর্ণ তোমার স্বপনে,
তারি অমল দীপ্তি জাগে স্নিগ্ধ তোমার নয়নে।
সেই স্বপনের পরশ লাগে—
সে কোন স্বর্ণ-কমল জাগে,
অচিন গোলাপ মুঞ্জরিত পরশ-বিভব চয়নে,
কত কালের অভীপ্সা আজ পূর্ণ তোমার স্বপনে।

প্রাণে আমার সেই পরশে দিনের দোলা জাগল,
আঁধার-বুকে প্রভাত যে তার আশীষ চির রাখল।
নিখিল-ভুবন-জীবন-ধারা
হিন্দোলে তার আপনহারা,
বিশ্ববীণায় নিখিলরাণীর পরশখানি লাগল,
প্রাণে আমার সেই পরশে দিনের দোলা জাগল।

নিবিড় তব স্বপ্ন-নেশায় জাগে আমার রজনী,
চির-চরণ-শরণ-শিখায় সাজে ধূলাব সরণী।
উদয়-পথে অবাধ ঢালো
অসীম, তোমার মর্ম-আলো,
তিমিরঘন পারাবারে বেয়ে তপন-তরণী,
খুলে উষার সুর-কোষাগার এলে ধরায় স্বপনী!

আহ্বান

জাগো ভারতের মাতৃ-সেনানী,
মায়ের চরণে মিলিত হও ;
নব পরীক্ষা জীবন-যুদ্ধে—
বীর্যে তোমার সাধিয়া লও।
শোনো আসে ডাক নবীন কালের
জ্বালো জয়-শিখা ভারত-ভালের,
চির-উন্নত চির-জাগ্রত
ছন্দে জীবন-বার্তা কও।
জাগো ভারতের মাতৃ-সেনানী
মায়ের চরণে মিলিত হও।

যমুনার মধু কলতান পুন
দিগ্‌দিগন্ত আকুলি' ছায়,
প্রাচীন ঋষির স্বর্ণস্বপন
নব সাধনায় মূর্তি পায়।
গঙ্গা আজিও পুণ্য-সলিলা
বহি' ক্ষর-ধারা টুটি' বাধা শিলা
ঢালিছে অঝোর পীযূষ-উৎসে
জাগি' অভিরাম শ্যাম-শোভায়।
যমুনার মধু কলতান পুন
দিগ্‌দিগন্ত আকুলি' ছায়।

হের হিমালয় ধেয়ান-মগ্ন
চির-গম্ভীর নির্বিচল,
অন্তবিহীন তপস্যা তার
প্রকটিত করে সৌরদল।
উপলব্ধির কোন বর্তিকা
মানস-চূড়ায় রচে রবি-লিখা
কার উদয়ের আগমনী-ধারা
তাহারে জড়ায়ে সমুচ্ছল!
হের হিমালয় ধেয়ান-মগ্ন
চির-গম্ভীর নির্বিচল।

আমি দেখিতেছি মহান্ ঋষির
সৃজন-সরণী বাহিয়া সূর্য,
জড় জগতের অন্ধ-আঁধারে
নামিয়া ধ্বনিছে কিরণ-তূর্য!
সে-আলো পরশে জাগে নব প্রাণ
জাগে নব আশা ধ্রুব অম্লান,
অপূর্ব সেই ময়ূখ-মন্ত্র
প্রভাত-গর্ভ ত্রিলোক-পূজ্য।
আমি দেখিতেছি মহান্ ঋষির
সৃজন-সরণী বাহিয়া সূর্য।

মোর অপলক আঁখিতে সে-আলো
মায়ের মূরতি ধরিয়া জাগে,
শরৎ-উষার আনন-জিনিত
অতল রূপ-লাবণ্য রাখে।

মন-প্রাণ-কাড়া আঁখিতে উজল
স্নেহ-অঞ্জন—শিখা শতদল,
ক্ষণিক পরশে শত জীবনের
শত মালিন্য ময়ূখে ঢাকে।
মোর অপলক আঁখিতে সে-আলো
মায়ের মূরতি ধরিয়া জাগে।

শুধু ক্ষণিকের তন্দ্রায় এ-তো
নিশিঘোরে দেখা স্বপ্ন নয়,
জাগ্রত মোর জীবনে ভরিয়া—
সে যে গো প্রতিস্পন্দময়।
তারি মন্ত্রের উদয়-শঙ্খে
রণিয়া তুলেছি আঁধার-অঙ্কে,
বাণী যত মোর তাহারি বিভায়
ওঠে বিকশিয়া—কীর্ণ হয়।
শুধু ক্ষণিকের তন্দ্রায় এ-তো
নিশিঘোরে দেখা স্বপ্ন নয়।

অস্ত হ'য়েছে কে বলে অরুণ
অরুণ কী কভু অস্ত হয়,
দেখিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি
তাই জাগে মিছে এ-প্রত্যয়।
উষার পূর্বে নামে যে-আঁধার
সে যে ক্ষণ চির-ভ্রান্তি ভাঙার,

ভাসিবে ভারত কিরণ-প্লাবনে—
ছড়াবে সে-হাসি ভুবনময়।
অস্ত হ'য়েছে কে বলে অরুণ
অরুণ কী কভু অস্ত হয়!

মেঘদল যেই র'য়েছে এখনো
হবে বিদীর্ণ শুভক্ষণে,
আমি তো পারি না সে-বাধা হেরিয়া
মানিতে কোনো আশঙ্কা মনে।
চির-জননীর আশ্বাস-বাণী
চিত্তে আমার প্রোজ্জ্বল জানি,
সে-বাণী গানের ছন্দে সাজায়ে
জাগাই প্রাণের কুঞ্জবনে।
মেঘদল যেই র'য়েছে এখনো
হবে বিদীর্ণ শুভক্ষণে।

আমি তো পারি না মিলাতে আমার
অশ্রু অনেক-নয়ন-ধারে,
আমি যে চলেছি সাধিয়া মায়ের
বাঞ্ছিত ব্রত জীবন-তারে।
দুর্গত চির-অসহায় লাগি'
জননীর দান আনিয়াছি মাগি'
চির-বন্দিত আনে ভানু-আশা
ডাক দিয়ে যাই সবার দ্বারে।
আমি তো পারি না মিলাতে আমার
অশ্রু অনেক-নয়ন-ধারে।

জাগো ভারতের মাতৃ-সেনানী,
মায়ের চরণে মিলিত হও,
নব পরীক্ষা জীবন-যুদ্ধে—
বীর্যে তোমার সাধিয়া লও—
শোনো আসে ডাক নবীন কালের
জ্বালো জয়-শিখা ভারত-ভালের,
চির উন্নত চির জাগ্রত
ছন্দে জীবন-বার্তা কও।
জাগো ভারতের মাতৃ-সেনানী,
মায়ের চরণে মিলিত হও।

২৪শে নভেম্বর

কালের প্রবাহে চব্বিশে নভেম্বর
উত্তাল আবর্ত তুলি' লভিয়াছে কার
নবীন প্রগতি ধারা! অমরা-নির্ঝর
লভে তাই মর্ত্য-মরু আজি অনিবার।

নির্বিচল! তোমার অতন্দ্র সাধনায়
অভীষ্টসিদ্ধির বহ্নি উঠিয়াছে জ্বলি',
মন্ত্রে তব তোমারি একান্ত কামনায়
তমিস্রার বক্ষ ভেদি' সংকট বিদলি'।

হিংসায় উন্মত্ত ধরা ক্ষিপ্ত আত্মনাশে,
শান্তিহারা ভ্রষ্ট-পথী যাচে তব দিশা—
তপোলব্ধ সবিতার অসীম উদ্ভাসে
হ'য়েছ প্রকাশ, পূর্ণ করেছ সে তৃষা।

চিরোপলব্ধির সূর্যে আজিকার দিন
স্বর্ণ-দীপ্র-রশ্মিরাগে জাগে কালহীন।

স্পর্শ

মোর জীবনের শ্যামলিম সুর-বোঁটাতে
কুঁড়িটিরে কত সাধি সযতনে
নাহি পারি তবু ফোটাতে।

কত মন্ত্রের কত সাধনায়
বন্ধন খুলি, তবু নারি হায়
সে-মায়াবাঁধন টোটাতে।

জীবন-কলিকা নিলে তব হাতে তুলিয়া
তব দৃষ্টির ক্ষণ-ইঙ্গিতে
সে-বাঁধন যায় খুলিয়া।

একটু শুধুই মৃদু-পরশনে
লভে তব দিশা—দীপন গহনে
তব সুরে জাগি' ওঠাতে।

গান

শতাব্দী-মন্থিত অগণিত অত্যাচারে
প্লাবিত ভারতমাতা অনাহত রুধির ধারে।
সে-ধারা তিমিরে আনে
যে দিশা উদয় পানে ;
পুণ্য ভারত আজি স্বাধীনতা-স্বপ্ন-দ্বারে।

শতপ্রাণ দিল দান বাঞ্ছিত কী আশা লাগি'
বসুধা সে পথ চাহি' তারি তরে অশ্রু ঢাকি'
আত্মবিভেদ দলি'
ওঠো এক সুরে জ্বলি'
নবতর দিবসের বাণী লয়ে জননী জাগি'।

সুচির মুক্তি-পথী এ-ভারত-ভাগ্য জাগে,
স্বর্ণ-সপ্তদল খোলে আঁখি রক্তরাগে।
প্রতি দলে প্রোজ্জ্বল
এ-ভারত-উৎপল
কার মণি-মর্মের সৌরভ-সূর্যে মাগে।

নিশা ম্লান অবসান হয় আজি ধ্রুব-তপনে
সুবর্ণ-পন্থায় যাত্রীরা মধু-লগনে।
ভারত-মন্ত্র লভি'
উঠিছে জগৎ শোভি'—
চলি' চির লক্ষ্যের অলব্ধ আলো-শরণে।

যাত্রী

আঁধার-পথে নামল যে আজ দুর্যোগে কাল-রাত্রি,
দুঃসাহসের ডাক এসেছে—আয় ছুটে দূর-যাত্রী।
ক্ষ্যাপা ঝড়ের মাতন লাগে গর্জে মেঘের মন্দ্র,
বিশ্ব আজি উঠছে দুলে—সেই সুরে বাঁধ্ তন্ত্র।
বিজুলি ওই অসির ধারে আকাশ করে দীর্ণ,
লুপ্ত শশী ছড়ায় মসী ভুবন করে কীর্ণ।
সাগর-জলে জোয়ার ওঠে তুফান তোলে ঊর্মি,
আঁধারঘোরে উড়ায় কেতন সর্বনাশা ঘূর্ণি।
ভয়ের কথা আয় ভুলে আয় সকল বাধা মৃত্যুর,
এই আঁধারেই ছড়িয়ে দেব উদয়-সোনা সিন্দুর।
সকল বাধায় অটল র'য়ে টুটব অটুট গ্রন্থি,
আনব মোরা নবীন প্রভাত—নিশায় আজো বন্দী।
পবন হেঁকে ছুটছে বেগে না জানি কোন্ লক্ষ্যে,
বীরের মত চলবি কে আয় সাহস নিয়ে বক্ষে।
বন্ধ ঘরের আগল ভেঙে আয়রে তোরা দুর্বার,
স্বপন-উষা সাগর-তলে—ক'রব মোরা উদ্ধার।
জীর্ণ শাখা পড়ছে ভেঙে জাগে বনের মর্মর,
অশ্রু-আঁখি আকাশ কাঁদে ব্যথায় ভরা অন্তর।
প্রার্থনা কার জানায় ওরা লুটিয়ে-পড়া-পত্রে,
কোন্ ইসারার আভাস আনে নীরব-রবের ছত্রে।
আঁধার-পথে নামল রে ওই দুর্যোগে কাল-রাত্রি,
নবীন দিশায় আয়রে ছুটে—সঙ্গে জীবন-ধাত্রী।

মরণ

(ইংরাজী ১৯৪৭ সালে কানপুর সাহিত্য সংসদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কাব্য-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

মরণ ! তুমি কি দিবসান্তের অস্ত-বিধুর স্বপন ছবি
যবে প্রান্তিক করে দিক ছায় বিদায়-বোধনে মগ্ন রবি ?
তুমি কি শুধুই ধূসরিত সন্ধ্যার
রজনী-বিসারী লহ চির তন্দ্রার
অমা-অঞ্চল—শর্বরীহারা কোনো সুরে নহ কি বৈভবী ?
মরণ ! তুমি কি দিবসান্তের অস্ত-বিধুর স্বপন-ছবি ?

দুঃস্বপ্নের অঙ্গনচারী ! কণ্ঠে তোমার বিপুল তৃষা,
বিধৃত ভালে যুগ-আকীর্ণ করাল-লিখন—নিবিড় নিশা ?
বসুধার সুখ-অঞ্জন অঞ্চলে
তোমার পরশ বহ্নিতে জাগি' জ্বলে ;
হে মরণ, তুমি নীরব চরণ-ছায়ায় নাম কি আবরি' দিশা ?
দুঃস্বপ্নের অঙ্গনচারী ! কণ্ঠে তোমার বিপুল তৃষা ?

জীবন-দহরে বিনাশের বাঁশি অমোঘ ছন্দে উঠিছে ধ্বনি',
গরল-দংষ্ট্রা! নির্বাধ পথে নিষ্প্রাণ তুমি মরণ-ফণি?
হে সর্বগ্রাসী! কৃষ্ণ-বারি-ধারায়
তব তরঙ্গভঙ্গ উচছলায়
ক্রূর পরিহাস-সংঘাতে করো ধরা ভরাডুবি মণি-তরণী?
বক্ষে কি তব বিনাশের বাঁশি অমোঘ ছন্দে উঠিছে ধ্বনি'?

পাষাণ-কঠিন তুহিন-শীতল দুর্বার তুমি কুহেলি-কায়া,
পন্থা তোমার রুধিতে পারে না কোন বন্ধন কোনই মায়া?
বিনিঃশঙ্ক! তোমার ওষ্ঠাধরে
অমা-রহস্য-বার্তা প্রসঞ্চরে
কাল পন্থায় বিরচ শ্মশান আঁকিয়া মৃত্যু-মলিন ছায়া?
পাষাণ-কঠিন তুহিন-শীতল দুর্বার তুমি কুহেলি-কায়া?

নির্বন্ধক! তোমার মর্মে জাগ্রত নব মন্ত্র-লিখা,
হে মরণ! তুমি নির্বিচলিত জ্যোতির্ময়ের স্বপ্ন-শিখা
জপিয়া চলেছ তোমার ছন্দে তালে
দীপিয়া তুলেছ চির-উন্নত ভালে;
তোমার তমসা মিলেছে সেথায় যেথা প্রমূর্ত সবিতৃকা,
নির্বন্ধক! তোমার মর্মে জাগ্রত নব মন্ত্র-লিখা।

হে মরণ! তব তন্ত্রীতে কার শাশ্বত ধ্বনি রণিয়া ওঠে
তব জীবনের তন্ময় গতি তারি দিশা লভি' লক্ষ্যে ছোটে!
তোমার আঁধার ধরি' প্রশান্তি-সুর
জাগে এ-বিশ্বে সুন্দর সুমধুর!
তোমারি গহনে চির-অসীমের গোপন প্রকাশ-কুসুম ফোটে
হে মরণ! তব তন্ত্রীতে কার শাশ্বত ধ্বনি রণিয়া ওঠে।

তোমারি নামের নিবিড়ে ধ্বনিত চির অমরণ ওগো মরণ,
বিনাশ-বীণার মহান মন্ত্র সাধে ধরণীতে নব সৃজন।
নিশা-তমিস্রা তোমার পরশ লভি'
রূপান্তরের মূর্চ্ছনে ওঠে শোভি',
নবীন কালের নবীন ঊষায় কিরণ বিথারে রবি' দীপন।
তোমারি নামের নিবিড়ে ধ্বনিত চির-অমরণ ওগো মরণ!

মরণ! তুমি কি নিশা-অন্তের ময়ূখ-মধুর স্বপন-ছবি,
তোমার নিতল অন্তরালে কি রেখেছ নিভৃত স্বর্ণ-রবি?
তুমি কি অতীত ধূসরিতসন্ধ্যার—
রজনী-বিসারী বহ দ্যুতি-সম্ভার,
অমা-অঞ্চল—শর্বরীহারা কোনো সুরে নহ কি বৈভবী?
মরণ! তুমি কি নিশা-অন্তের ময়ূখ-মধুর স্বপন-ছবি?

দিশারী

কার তরবারি-সংঘাতে ওই শৃঙ্খল গেল টুটিয়া
মুক্ত-ভারত-মর্ম-সাধনা উথলে বিশ্ব-সাগরে,
কোটিসন্তান লভে নব জ্ঞান শরণ-সোপানে উঠিয়া
টানিছে জননী চরণে সবারে মণি-বৈভব-আদরে।

জননী-মন্ত্রে নবীন তপন ওঠে দিগন্ত রাঙিয়া,
মুখরে সিন্ধু স্বর্ণ-কিরণে ভবিষ্যতের স্বপনে ;
মিলনের গান উঠিতেছে রণি' বিভেদ-গণ্ডি ভাঙিয়া
সুনীল পতাকা বিঘোষে ধরার চির অভীপ্সা গগনে।

চির অতন্দ্র সাধনায় কার জাগিল সূর্য-সরণী
দিশারী সে নিজে জিনিয়া অমরে রচিল মর্তে অমরা,
কাণ্ডারী সেই ধরিয়াছে হাল চলিছে লক্ষ্যে তরণী,
ধূসর ধরায় ধরিল যে রূপ ত্রিভুবন-আশা—অধরা।

নিবিড় অন্ধ কালের কারায় দিল যে বহ্নি জ্বালিয়া,
শিখা উলঙ্গ গ্রাসিছে যুগের পুঞ্জিত যত তমসা ;
নবীন সৃষ্টি স্পন্দনে যায় অসীম-আশীষ ঢালিয়া,
তাহারি পরশ-অমৃত ভুলায় সকল দুঃখ-বরষা।

তাহারি কণ্ঠে উঠিল প্রথম জননী-মন্ত্র ধ্বনিয়া,
তপস্যা তার চির-জননীরে সাধিল পূর্ণ-প্রকাশে ;
বন্দনা-গীতি আকাশে সাগরে সকল চিত্ত ভরিয়া
জানি সে দেবতা আলয়ে সবার—জননী-জ্যোতির প্রভাসে

আনমনা

(গান)

মাঝি তুই   তীরের মায়ার মিছে টানেই শুধু কেন রে আনমনা,
দরিয়ায়   ভাসিয়ে তরী পাল তুলে দে—
ঢেউ ডেকে যায় কলস্বনা।
অকূলের   কূলে পাওয়া
সে যে তোর   জীবন-চাওয়া,
বিহগের   ক্ষণিক কণ্ঠ-সুধায় ভরা বনের অলীক বসন্ত না,
মাঝি তুই   তীরের মায়ার মিছে টানেই শুধু কেন রে আনমনা ।।

সুদূরের   সুর-ইসারা জাগে স্রোতের অবাধ গতির উছল ধারে,
নিয়ে যায়   কোন গহনের চির অচিন
গোপন-মণির প্রান্ত-দ্বারে।
সে-তীরের   আঁধার কালো
বুঝি পায়   দিনের আলো,
হৃদয়ের   সকল-হারা শূন্য-সাঁঝে সকল পাওয়ার কী সান্ত্বনা,
মাঝি তুই   তীরের মায়ার মিছে টানেই শুধু কেন রে আনমনা ।।

হেম-হেমন্ত

স্বপন-বিছান মায়ের ধানের স্ুবর্ণ-মঞ্জরী
হেম্-হেমন্তে অরুণ-আঁচল বিছায়ে উঠেছে ভরি'।
ওরা অমরা-মলয়-পরশ-হরষে দোলে
শুধু মায়ের বুকের স্ুরভি-দোলায় ভোলে ;
মায়ের আশীষ অনাহত চলে অনিবার সঞ্চরি',
মার মাঠে দোলে আজি স্ুবর্ণ-স্বপ্নের মঞ্জরী।

জ্যোতির রত্ন আহরিতে আজ যাক না পড়িয়া বেলা,
জননী-অঙ্কে এ-যে নব উৎসব-আনন্দ-খেলা !
আজি মিলিয়াছি মোরা স্ুবর্ণ-অভিযানে
কার মণি-ভাস নব সম্ভার বহি' আনে ;
মোদের লক্ষ্যে অলখে জাগিল উষা-অমলিন মেলা,
জীবন-রত্ন আহরিতে আজ যাক না পড়িয়া বেলা !

নাহি তো সময় মিছে যাপিবার—এসেছে আজিকে ডাক,
চির-জননীর অমর-মন্ত্রে নিভৃত-হৃদয়-শাঁখ
তবে উঠুক ধ্বনিয়া বিজয়-নির্ঘোষণে
আজি মায়ের কর্ম-অর্ঘ-সমর্পণে ;
প্রকৃতি আপন-বৈভব হেরি' আপনি যে নির্বাক,
নাহি তো সময় মিছে যাপিবার—এসেছে আজিকে ডাক

স্বর্ণ-পথের পান্থ ডাকিছে : "আসবি কে তোরা আয়,
আপনার গানে দূর-আহ্বানে সময় বহিয়া যায়।"
মোরা এসেছি মায়ের চিরমণি চিনে নিতে
নহে পুলকিত প্রাণে শুধুই গুঞ্জরিতে ;
অনাগত যারা তাদেরও লাগিয়া কণ্ঠ আজিকে গায়,
স্বর্ণ-পথের পান্থ ডাকিছে : "আসবি কে তোরা আয়!"

প্রকৃতির এই অবাঞ্ছিত-মালিন্য-গর্ভ-রাতে,
দীপিল উষসী কার যাদু-করে মধুর স্নিগ্ধ-প্রাতে!
জ্বলে মৃত্তিকা কার বৈভব লভি' প্রাণে
চলি' রূপান্তরের সরণীর শিখা-টানে ;
দুখ-যাত্রায় নির্বিচলিত সুখের ফসলে মাতে,
কার নভ-মণি জ্বালে মৃত্তিকা—নিতল-নিলীন রাতে!

মা'র প্রান্তরে স্বর্ণ-গুচ্ছে অন্তর ভরি' লব
আজি সারাবেলা মোরা অফুরান আনন্দ-স্রোতে রব।
মোরা নব-চিত্তের নব-খেয়ালের বশে
লভি মূর্ত-মণির আলো সৌরভ-রসে ;
মায়ের মনের চিন্ময়-দীপে মোরা প্রমূর্ত হব ;
মা'র প্রান্তরে স্বর্ণ-গুচ্ছে অন্তর ভরি' লব।

স্বপন-বিছান মায়ের ধানের সুবর্ণ-মঞ্জরী
হেম-হেমন্তে অরুণ-আঁচল বিছায়ে উঠেছে ভরি'।
ওরা অমরা-মলয়-পরশ-হরষে দোলে
কোন স্বর্ণ-স্বপন-মাধুরী-দুয়ার খোলে,
মায়ের আশীষ অনাহত চলে অনিবার সঞ্চরি' ;
স্বপন-বিছান মায়ের ধানের সুবর্ণ-মঞ্জরী।

সন্ধ্যা

কে গো তুমি সন্ধ্যারাণী!
অস্তরবির আভায় আনো তোমার চরণ-স্পন্দখানি!
চির-চেনা পথটি ধ'রে
জ্বেলে সাঁঝের প্রদীপ ঘরে
বিছাও আঁচল দীঘির গায়ে বনের ছায়ে
জাগাও গভীর গহন-বাণী,
কে গো তুমি সন্ধ্যারাণী!

আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে
স্বরূপ তোমার অচিন মায়ায় নিত্য জাগো রাতের তীরে!
জানিনা তো কোথা থেকে
চরণ-চিহ্ন এঁকে এঁকে
মৌন-নিশার আকাশভরা তারার আলোয়
চলো আবার কোথায় ফিরে
আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে।

এই যে তোমার যাওয়া-আসা
চির কালের ছন্দ নিয়ে জানাও তুমি সে-কার ভাষা?
শান্ত তোমার চরণতলে
মর্ত-শিখা দীপ্ত পলে
দাঁড়াও ক্ষণিক—দান যে তোমার এই অবনীর
চির-স্রোতের বাঁধন-নাশা
এই যে তোমার যাওয়া-আসা।

তোমার নীরব চরণতালে,
অলক্ষ্যে কোন ধ্রুবতারা সৌর-জ্যোতির স্বপ্ন জ্বালে!
তোমার প্রাণের মগ্নবিভায়
মৌনসুরে ধরার বীণায়
কার সাধনা যাও যে সেধে, কুহকিনী,
সে-সুর আনো ধরার ভালে
নীরব তোমার চরণ-তালে।

অন্ধরাতের দুয়ার খুলে
মন্ত্র তোমার নিয়েছ কার অসীম পথের ছন্দে তুলে!
ডুবাও তুমি কোন গভীরে
মোর চেতনার রূপ-ছবিরে
নিয়ে চলো কোথায় ওগো কোন অসীমের
পথে রাতের পন্থা ভুলে,
অন্ধরাতের দুয়ার খুলে।

স্বপ্নময়ী! তোমার দিশা
দিগন্তহীন অঙ্গনে কার যেথায় অতল অবাধ নিশা!
সেইখানেতে বুঝি এসে
চিরদিনের দিনটি মেশে,
সেইখানেতে বুঝি হারাও তোমার জীবন-
গানের ধ্রুব গোপন-তৃষা,
ওগো আমার রাতের দিশা।

শ্রাবণ-ধারা

(গান)

দুঃখ-রাতে শিহর-সাথে নামল শ্রাবণ-ধারা
 আমার ভাঙল আঁধার-কারা,
যুগান্তরের সঞ্চিত কোন গোপন ব্যথার বাঁশি
 সুরে উঠল যে উদ্ভাসি'।
দুখের রাতে নিবিড় তিমির-তলে
ভাসল বাঁধন অতল অশ্রুজলে,
বেদনহরা পরশসম পরশখানি
 আমায় পরশ করে আসি'।

ঊষরধূলি তপ্তমরুর সাজল কুসুম-ডালা,
 হারায় মর্ত্য-দহন জ্বালা,
কলোচ্ছ্বাসী কোন তটিনী জাগল জীবন-গানে
 ধারায় মিলন সে কার জানে!
 তরঙ্গে তার বাজল নূপুর-ধ্বনি
 জ্বাল্‌ল নিশার দীপ্ত দিশার মণি,
অমল মায়ায় অতল ছায়ায় মূর্ত স্বপন
 আমার উঠল সোনায় হাসি'।

স্বপ্ন-আশা

(গান)

সে যে কোন স্বপ্ন-আশা
বাঁধল বাসা আমার প্রাণে,
নিশিদিন জীবনখানি
সাজায় আনি' গহন-গানে।
জীবনের সকল পলে
জ্বালে দীপ সব অতলে
সুরে তার সে কোন ভাষা
স্বর্ণ-উষার ছন্দে টানে।
সে যে কোন স্বপ্ন আশা
বাঁধল বাসা আমার প্রাণে।

নিশীথের দিগন্ত যে
মর্মে খোঁজে অরুণ রেখা,
ধরণীর লুকায় কালো
নামল আলো—বর্ণ-লেখা।
রাখিনা ধূলির দেনা
জানিনা বেচাকেনা
স্বপনের পূর্ণতরী
স্বপনময়ীর চিরদানে।
সে যে কোন স্বপ্ন-আশা
বাঁধল বাসা আমার প্রাণে

সে স্বপন ভোলায় মোরে,
বাঁধল ডোরে হরষভরা,
রঙে তার মর্ত-হিয়া
উচছলিয়া জাগল ত্বরা।
বাধাহীন গতির তালে
ভরা মোর শুভ্রপালে
অসীমের নিঃশ্বাসে আজ
কোন অকূলের কূল যে আনে।
সে যে কোন স্বপ্ন-আশা
বাঁধল বাসা আমার প্রাণে।

আকুল

(গান)

আকুলকরা সুরে বাজাও কে উদাসী
বাঁশি আমার প্রাণে,
ইঙ্গিতে তার পথহারা চায় আঁধার-সাঁঝে
উদয়-পথের পানে।
নিবিড় যখন নিতল নিশা,
কণ্ঠ ভরি' একটি তৃষা
দুখের বাঁধন দীর্ণ করি' বাঁধলে এ কী
মধুর পরশ-দানে।
আকুলকরা সুরে বাজাও কে উদাসী
বাঁশি আমার প্রাণে।

জীবন-পথে জুড়িয়া যবে তরঙ্গ ছায়
আঁধার-পারাবার,
গহন-বীণা যায় নীরবি'—একলা ভাবি—
কোথায় পারাপার!
হঠাৎ শুনি স্বপ্নসম
তোমার বাণী, নিরুপম,
এ কী প্রেমের মন্ত্র আমায় তোমার চির
চরণতলে আনে।
আকুলকরা সুরে বাজাও কে উদাসী
বাঁশি আমার প্রাণে।

১৫ই আগষ্ট

আজি প্রভাতের প্রথমলগ্নে তোমারে প্রণাম করি
তব চরণের উদ্দেশে রচি প্রণতি-প্রসূন-ডালা ;
নিবিড়ে আমার তোমার স্বর্ণ-আশীষ অঝোর ধরি'
জ্বালি জীবনের চির প্রশুভ্র প্রদীপ-অর্ঘ-মালা।

এ-মহা-নিশীথে অনাদি ঊষার উদয়-শঙ্খ বাজে
তোমার আবির্ভাবের লগ্ন-দীপন লভিয়া জাগে ;
আজি এ-মর্ত্য-মলিনতা মুছি' সুচির অমরা সাজে
তারি পরশের অনুকম্পন মেদিনী-মর্মে লাগে।

আঁধার-পাথারে উদয়-উর্মি জাগে অনন্ত-রোলে
কালের সাগরে কালহীন অরবিন্দ-অভ্যুদয় ;
জাগে এ-বিশ্ব চিরাকাঙ্ক্ষিত চেতনার হিন্দোলে
তোমারি জ্যোতির মন্ত্র লভিয়া রজনী প্রভাতময়।

তুমি আনিয়াছ সুচির-মুক্তি বিদারিয়া কারাগার
উদ্ভাসে তব করেছ দীর্ণ বিভাবরী-বন্ধন ;
বরি' আপনায় দিয়েছ জ্বালায়ে সীমাহীন আঁধিয়ার
সাধিয়াছ সেথা জ্যোতিরুচ্ছল জীবনের স্পন্দন

স্বপন-স্বর্গ-জাগর-নয়ন অবনী-অধীশ্বর
ওগো প্রমূর্ত চির-অচিন্ত্য, বিশ্বের বিস্ময় ;
মর্ত্য-ধূলায় করেছ মুক্ত অন্তর-অম্বর
নিঃশেষে মুছি' অসম্ভবের সন্দেহ সংশয় ।

প্রবেশি' ধরার চির জড়তার অনন্ত-তমতলে
তোমারি কিরণ-ছন্দে গাঁথিয়া তুলিয়াছ করুণায়
প্রাণের সাড়া প্রসঞ্চারি' তারি জাগি' স্বর্বর্ণদলে
করি' বিকীর্ণ সৌরভ-সুধা বিমলিন বসুধায় ।

তুমি রচিয়াছ অমরা-পন্থা মর্মোদ্ভাসে তব
পার্থিবতার ব্যথা-বেদনার সরণী যে সন্ধান ;
দিয়েছ ঢালিয়া অফুরান সেথা অমৃত-বৈভব
মরণ-হরণ জীবন সে-সুরে অক্ষত-অম্লান ।

দিয়েছ দীক্ষা সন্দীপনের হে-ধ্রুব জগৎ-গুরু
ছায়া-ছলনায় অখিলাদৃষ্টে দানবিক বাধা জাগে :
তোমারি বিজয় নিনাদে ডঙ্কা : নবীন দিনের শুরু,
নিখিল-চিত্তে কোন হরষের তরঙ্গ আসি' লাগে ।

মন্ত্রে তোমার এ-মহাভারত শৃঙ্খল তার টোটে
বিশ্ব-মুক্তি তারি সাথে আসে উদয়-বর্ত্ম ধরি',
পরশনে তব চির প্রমুক্ত মর্ত-কমল ফোটে
প্রভাতিল নিশা, অস্ত অসুর-সংগ্রাম শর্বরী।

নবীন জীবন-যজ্ঞের চির তুমি নব ঋত্বিক,
ঋষি অনুপম, সে-কোন স্বর্গ রচো ম্লান মরতায় ;
তোমারি দীপনে উজ্জ্বল আজি উচছল শতদিক
পথহারাপথী লভে ধ্রুব দিশা তব আলো-ইশারায়

মানব-আধারে নাশি' সব বাধা জাগিয়াছ ভগবান
জাগায়ে ধূলায় সাধনার বলে সঙ্গিনী জননীরে,
চলে তারি সুরে অতিমানসের অনাহত অভিযান
তোমার স্বপ্ন-উদয়-লগ্ন ঘনায় অবনী ঘিরে।

মন্ত্র

(গান)

কে মম অম্বরে তামসী বরষায় মেদুর মেঘধনু ভাতিল,
সে কোন দ্যুতি-তনু সুঘন আঁধিয়ারে প্রভাত-নভোমণি জ্বালিল
পাবক হিল্লোলে জীবনে
পরশি' বাঞ্ছিত মিলনে
আহরি' অমরার সুরভি পারিজাত জীবন-মালিকায় আনিল,
কে মম অম্বরে তামসী বরষায় মেদুর মেঘধনু ভাতিল।

করুণা· সুষমার লাবণিমণ্ডিত মর্ত্য-কণ্টকে বিসারি'--
অকূল পারাবারে সঙ্গী জাগ্রত মিলায় ভরসায় দিশারী।
মন্ত্র-শিখা জ্বালে জননী,
বরিয়া অরুণিত সরণী
এ-হিয়া বুঝি আজ জন্মাকাঙিক্ষত চরণ-ছায়াতলে জাগিল,
কে মম অম্বরে তামসী বরষায় মেদুর মেঘধনু ভাতিল।

স্বপনিকা

আঁধার-সরণীতে দিবস-দিশা যাচি, জীবন ভরে মোর তোমারি দানে,
বেসুরতন্ত্রীর বাধারে বিনাশিয়া তোলো যে সাধি' তব সুরেলা গানে ;
তোমারি আশীষের পাবক-ধারা জ্বালে এ-মম পন্থার সকল কালো,
নিবিড় অন্তরে পুলকে পরশিয়া প্রভাতি' তোলো কোন স্বর্ণ-আলো !

চেতন-বর্তিকা বিকাশ-শিখা মেলে তোমারি পরশের ছন্দে জাগি'
যুগ-যুগান্তের কত যে সঞ্চিত রজনী জাগে আজ প্রভাত লাগি' ;
অপার মহিমার অমরা-বৈভব জীবন-ভৃঙ্গার ভরিয়া তোলে,
তোমারি চরণের শরণ-ছায়াতলে এ-মোর হৃদয়ের দুয়ার খোলে।

সুচির সবিতার মর্ম-মণি ল'য়ে স্বপনী এলে নামি' ধরণী-'পরে,
গভীর বাণী তব শুভ্র-সরণীর সুরভি-সঙ্গীতে অঝোর ঝরে ;
বিশ্বভরি' তাই উঠিছে বাজি' আজ মন্ত্র-নাম তব আকুলি' দিশা,
বিঘোষে বাণী সেই উদার ঝংকারে আলোকি' বসুধায়—বিগতনিশা।

আঁধার-সরণীতে দিবস-দিশা যাচি, জীবন ভরে মোর তোমারি দানে,
বেসুরতন্ত্রীর বাধারে বিনাশিয়া সাধো যে আজি তব সুরেলা গানে।

জননী

বিশ্ব-বেদনার অভ্র-বিসারিত তুঙ্গ-তুষারিকা অচলে
জ্বালো কে হেমময়ী জননী কল্যাণী শান্তি-সুখ-দীপ-অনলে ;
তোমারি পরশের পন্থা বাহি' নামে উৎস অমরার গহনে
নিস্তরঙ্গিত অতল হরষের বহ্নি সীমাহীন স্বপনে।

আঁধার মরু-নিশা আলোকি' আনি' দিশা শঙ্কা বুঝি যাও বিনাশি'
চরণ-তলে তব শরণ লভি' হিয়া অধরা অমৃতের পিয়াসী ;
পথের কণ্টকে আড়াল করি কত টানো যে পথ মোর তোমাতে
জীবন জাগে তাই জীবন-বরণীয়া সমীপ সুরভির প্রভাতে।

গভীর বরষায় একেলা পথী চায় নিশীথে আশ্রয়-নিলয়ে
অভয়-পাণি তব জড়ায় তারি হাত মত্ত দুর্যোগ-বিলয়ে ;
করুণা-কিরণের স্বর্ণ-উৎপল খুলিয়া দ্যুতি যায় বিসারি'
স্নিগ্ধ-উদয়ের স্বচ্ছ অঙ্গনে সরণী মেশে—যেথা দিশারী।

বিশ্ববেদনার অভ্র-বিসারিত তুঙ্গ-তুষারিকা অচলে
জ্বালো কে হেমময়ী জননী কল্যাণী শান্তি-সুখদীপ অনলে।

করুণা-আঁখি

আঁখিতে তোমার কোন করুণার আলো সে কহিতে নারি,
আমি শুধু মোর মুগ্ধ-বিভোর
মনে জ্বালি শিখা তারি।
তব স্বপনের সুর-সুধা-রসে
ধূলি-জনমের যবনিকা খসে,
তুমি জাগো প্রাণে জাগি তাই গানে তোমারি পন্থা ধরি'
সুচির উষায় আঁখি মেলি' চায়, রাঙে মম শর্বরী।

মর্ত-ধূলিকা কেমনে ধরিবে অনন্ত-অতলতা,
জানিবে কেমনে রাজে সে গহনে
অম্লান আলো-কথা ?
তুমি দাও—তুমি শুধু ভ'রে দাও
অতল আঁধারে আঁখি তুলে চাও,
হেরি নিরালায় সে-বিভবে ছায় বাঞ্ছিত কোন সুর,
জীবনে জড়ায় কোন অমরার জ্যোতি-ধারা সুমধুর।

মলিন ধরায় কোন অমর্ত্য রাজে রূপ-কল্পনা,
দেয় বিলসিয়া মেদিনীর হিয়া
সে-বহ্নি-বিভাসনা।
এ কী অপূর্ব এ কী বিস্ময়
তা'রি মাঝে মোরে করে তন্ময়,
দৃষ্টি-দীপনে প্রাণের তন্ত্রে এ কী স্পর্শ লাগে,
নির্দিশা-নিশা করি' আকীর্ণ ধ্রুবতারা সম জাগে।

শ্রীঅরবিন্দ

জাগে এ-ধরায় চির-আরাধ্য অমরার অরবিন্দ,
তপস্যা যার আঁধার হিয়ার টুটিল পাষাণ-গ্রন্থি ;
স্বপনে তাহার স্বর্গ-প্রসূন লভিল অবনী-বৃন্ত
অতল নিশায় প্রভাত অমল ধ্রুব-দিশা অভিনন্দি'।

মর্ত্ত-মনের মসী-অম্বর লভে প্রশুভ্র চন্দ্র,
ছায়া-দিগন্ত অন্ত-বিহীন উদয়-সবিতা-স্বর্ণ ;
মানস-বিথার গুঞ্জরে কার সীমাহীন সুর-মন্দ্র,
অতল অসিত অম্বুধি লভে অম্বর-দ্যুতি-বর্ণ।

অপার করুণা-উৎস-নয়ন জাগর জ্যোতিঃস্নিগ্ধ,
মর-তৃষ্ণায় অঝোর বিলায় অমৃত সুধা অনন্ত ;
নিশীথ-অচল মন্ত্রে তাহার নবীন উদয়-দীপ্ত
আনে সে-দীপন আর্ত্ত-ধরায় চির আনন্দ-ছন্দ।

রাঙিল মরুর জীবন শ্যামল-শিখায়—উষর আত্মা,
বিহ্বল-মন নিহারি' নিখিল তোমার মহান স্পষ্টি ;
বসুন্ধরার মর্মে ধ্বনিল ত্রিদিব-মিলন-বার্তা
যুগ-নিশান্তে খোলে জগতের বাঞ্ছিত দীপ-দৃষ্টি।

বিলয়ে আপন অসুর বিরচে করাল সমর-ক্ষেত্র,
মহান-সাধনে জয়-গৌরবে আনে চির যুগ-সূর্য ;
অসুরকবল-মুক্ত মানব লভে ধ্রুব-জ্ঞান নেত্র
দিক্-দিগন্তে ধ্বনিল তাহার অমোঘ-বিজয়-তূর্য।

মর্ত্য-তনুতে কোন সে অতনু রচিল নবীন বিশ্ব,
সীমার মাঝারে অসীম-গরিমা উজ্জ্বলি' রচে স্বর্গ ;
অন্তর-দ্বার খুলিয়া দেখায় : নহে তো মানব নিঃস্ব,
করিল দীর্ণ কালের তামসে তারি কিরণের খড়্গ।

সত্যদ্রোহী দানবেরা চায় বিফলিতে যুগাবর্ত,
রচে কাল-নিশা—আপ্তকামনা জাগিয়া বিনিশ্চিন্ত
তারি সাধনায় মর্ত্য-ধূলায় আনত আজি অমর্ত,
ম্লান অবনীতে তোলে মূর্তিয়া অমরা-রূপ-অনিন্দ্য।

ভ্রষ্টমানব লুপ্ত ধর্ম তমোময়ী যুগ-রাত্রি,
যুগের গরল করি' আকন্ঠ পান জাগে গিরি-ইন্দ্র ;
আনে নব ঊষা চির-সঙ্গিনী নিখিল-বিশ্ব-ধাত্রী,
জাগে এ-ধরায় চির আরাধ্য অমরার অরবিন্দ।

বিরঞ্জিত

তব রঞ্জিত স্বপনে
মম চন্দ্রিত কী আশা,
হেরি প্রোজ্জ্বল তপনে
চির অন্তর-তিয়াসা !
নব কুসুমিত সরণী
জাগে ধূলিকার ধরণী
টোটে মরতার গহনে
ছায়া- বন্ধন-নিরাশা,
তব রঞ্জিত স্বপনে
মম চন্দ্রিত কী আশা !

মম বাঙ্গিত পরশে
আজি লভে হিয়া কী আলো,
নামি' অহেতুক রভসে
প্রেম করুণায় বিকালো !
আজি গ্রহতারা গগনে
বুঝি গাথে ধ্রুব লগনে,
মণি- অম্বর বরষে—
লভে সম্বিত কী ভাষা
তব রঞ্জিত স্বপনে
মম চন্দ্রিত কী আশা !

আগমনী

(গান)

মরতায়   কোন অমর্ত রূপ-সবিতৃ-লীলায় আসে :
মরমে   লইব তাহার জীবন-জাগা দীপন-ভাষে
  মরমে   অনল-তৃষা
  আনে আজ   কোন নূপুরের
        সুরের শিখায়
          স্বর্ণ-দিশা।
আঁধারের   প্রান্তে-ওঠা মূর্তমণির প্রভাত হাসে!

এ-দিনের   গতির ধারায় বিনন্দিত সৌরবীণা
বীণা সেই   মুক্তমায়ের পরশ লভি' স্বপ্নলীনা।
  সে-সুরে   অমাবনে
  জাগে ওই   কার মানসের
        প্রসূন-শশী
          বিভাসনে।
ধলিকার   স্বপন রাঙে উধাও সুনীল উষাকাশে।

গোলাপ

তোমার শুভ্র সুরের শিখায় উঠব বিলসিয়া
ওগো গোলাপ, গহন-গোলাপ, উদয়ে আজ জাগো ;
তোমার চির পরশ লাগি' ব্যাকুল হোলো হিয়া,
উজল স্বর্ণ-সৌরভে আজ হৃদয়ে মোর রাখো।

তোমার পরান যার স্বপনের রঞ্জনে রঞ্জিত
জীবনে মোর তার অভিষেক—সাজাই তারি ডালা ;
অতল রতন জানি তারি সঞ্চয়ে সঞ্চিত,
সেই চরণের পরশ লাগি' গাঁথি গানের মালা।

মন্ত্রে তোমার টুটিব যত রাতের বাঁধন ঘিরে,
ফুটব আমি দীর্ণযামী স্নিগ্ধ প্রভাত-ভালে,
বিচ্ছুরিব তপন-হাসি নির্মলতার নীরে,
তোমার দীপ্ত শিখা যে মোর মর্ম-দীপে জ্বালে।

কণ্টকে মোর কীর্ণ হবে দূর অমরার মণি,
মোর বিকাশের প্রতিস্পন্দে তারি পায়ের ধ্বনি।

নিরুদ্দেশী

আমার গানের সুরগুলিরে
বৈশাখী বায় কোথায় নিয়ে চলে,
মধ্য দিনের রৌদ্রকরে
দিকহারা কোন প্রান্ত-সীমায় জ্বলে
অরণ্য আজ ঝরাপাতায়
মর্মরিয়া মনকে মাতায়,
কোন উদাসী বাজায় বাঁশি
গন্ধবিভোর আম্রমুকুলতলে।
আমার গানের সুরগুলিরে
বৈশাখী বায় কোথায় নিয়ে চলে।

সুদূর হ'তে ভেসে আসা
অচিন পাখির মধুর কলরবে
আমার গোপন গানের কলি
ছড়ায় হেরি সঙ্গীতে সৌরভে।
বহ্নিঢালা তপ্তাকাশে
মহাকালের খড়্গ হাসে,
তারি জয়ের ছন্দ নিয়ে
পূর্ণ করে শূন্য প্রতিপলে।
আমার গানের সুরগুলিরে
বৈশাখী বায় কোথায় নিয়ে চলে।

পন্থা

জাগ্রত জীবনের উন্নত পন্থায় আজি,
সৈনিক ! উদ্যত হও রণ-সজ্জায় সাজি'।
বিদারি' তমসা-পথ
চালাও জীবন-রথ ;
মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনি-দিশা ওঠে ওই বাজি',
জাগ্রত-জীবনের অতন্দ্র-পন্থায় আজি।

উদয় আলোর তটে অতীত রজনীছায়া ভোলো,
অনাহত অভিযানে মর্ম-মন্ত্র সাধি' তোলো।
নবীন কালের ভালে
স্বর্ণ-সূর্য জ্বালে
জয়-টিকা জীবনের—রুদ্ধ দুয়ার সেথা খোলো,
উদয় আলোর তটে অতীত রজনী-ছায়া ভোলো।

ঊর্ধ্ব-প্রগতি-পথে আজো রাজে সংঘাত-যামী,
অবনীর আহ্বানে অসীমের আলো আসে নামি'।
প্রলয়-পাবক-তলে
অসুর-সরণী জ্বলে ;
স্বর্গ-মর্ত দোঁহা সৃজনের নব করকামী,
মরতার বিবর্ত-পথে আজো রাজে নিশা-যামী।

স্বর্গ-মর্ত আজি একই সুর-শিখা অভিলাষী,
মিলনে মেদিনী জাগে—নব প্রাণে ওঠে উদ্ভাসি'।
মরমের অতি কাছে
যে-সুর লুকায়ে আছে
তাহারি মাধুরী ক্ষরি' বাজে শোনো সুদূরের বাঁশি,
স্বর্গ-মর্ত আজি অভিন্ন-সুর অভিলাষী।

বন্ধুর সরণীতে দুর্বার হে যাত্রী জাগো,
বরাভয়া তব দ্বারে—আশীষ তাহার আজি মাগো।
বিশ্বাস-প্রহরণে
জ্বাল জয়-শিখা মনে—
বিশ্ববিসারী তার পরশের দ্যুতি প্রাণে রাখো,
বন্ধুর সরণীতে দুর্বার হে যাত্রী জাগো।

শর্বরী-শক্রর ছলনায় ভুলিওনা তুমি,
অভীপ্সা তব রচে মরমের অভিনব ভূমি।
লহ তব জীবনের
বাঞ্ছিত মিলনের
বিজিত-বিভব-মালা—অমরামর্মমণিচুমী,
অমর্ত্য পন্থায় দুর্জয় যাত্রী যে তুমি।

হে বীর! আঁধার-পথে হের ওই উষাদল ফোটে,
তোমারি লক্ষ্যে বরি' মরতার বন্ধন টোটে।
আঁখি মেলি' শরতের
প্রসন্ন-প্রভাতের
পন্থায় মর্মের সুবর্ণ-বাণী-শিখা ওঠে,
হে বীর! আঁধার-পথে হের ওই উষাদল ফোটে।

জাগ্রত-জীবনের উন্নত পন্থায় আজি
উদ্যত হও রণ-সজ্জায় সাজি'।
বিদারি' তমসা-পথ
মুক্ত জ্যোতির-রথ,
অভয়-শঙ্খ-ধ্বনি দিশাদানে ওঠে ওই বাজি',
জাগ্রত-জীবনের উন্নত-পন্থায় আজি।

শিশু ও মা

মায়ের পানে আকুল শিশু বাড়ায় দুটি হাত
আঁধার ছায়ে ব্যাকুল হিয়া যাচে শরণ তার ;
ভাবে মায়ের পরশে ভোর কখন হবে রাত,
শেষ হবে এই অতল নিশা নিঝ্‌ঝুম নিঃসাড়।

আকাশ-বুকে সূর্য তো নাই নাই তো চাঁদের আলো,
শিশু খোঁজে মাকে খোঁজে মাকে যে তার চাই,
দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে শুধু রাতের ছায়া কালো,
ভাবনা শুধু অঙ্কটি তার কেমন ক'রে পাই।

রজনী-দিন শিশুর সাথে মা যে সদাই থাকে,
শিখায় তারে—"শক্তি যে তোর তোরি চলায় জাগে"
চির শুভ পরশে তার সদাই ঘিরে রাখে,
শুধায় প্রাণে জ্বালিয়ে আলো উদয়-অরুণ-রাগে :

"চির মায়ের অমল আশীষ ঘিরিয়া যা'য় রাজে
জীবন-পথে তার কি কিছু ভয় করা আর সাজে ?"

ঝড়ের রাতি

ঝড়ের রাতি ওই এলো আজ
লুপ্ত আকাশ-চন্দ্র,
তড়িৎ হানে বহ্নি বাণে
গর্জে মেঘের মন্দ্র !
প্রবল বেগে বাতাস আসে
উড়িয়ে ধূলো অট্টহাসে,
মত্ত পাগল সর্বনাশে
সাধে আপন ছন্দ।
ঝড়ের রাতি ওই এলো আজ
লুপ্ত আকাশ-চন্দ্র !

আঁধার-রাতের প্রান্ত ঘিরে
ছড়ায় কালো শঙ্কা,
কোন খেয়ালী দুর্যোগে এই
বাজায় ঘন ডঙ্কা !
মহাকালের চরণ-তলে
চির সৃজন-সুর উথলে,
আজ প্রলয়েব ধ্বংসদলে
জাগে নিখিল-তন্ত্র !
ঝড়ের রাতি ওই এলো আজ
লুপ্ত আকাশ-চন্দ্র !

কুলায় ভীরু কাঁপছে বসি'
বিহ্বল বিহঙ্গ,
আজ প্রকৃতির হৃদয়বিহীন
এ কী নিঠুর রঙ্গ !
রাজার পথে লোক চলে না,
গৃহে গৃহে দীপ জ্বলে না,
বাদলে আর বাঁধ মানে না
সকল বিনাশ-মন্ত্র ।
ঝড়ের রাতি ওই এলো আজ
লুপ্ত আকাশ-চন্দ্র !

একলা ধরা তন্দ্রাহারা
অসীম পথের যাত্রী ;
মরণ-ঘন ছায়া ফেলি'
এলো যুগের রাত্রি !
বিশ্ব আজি মানিবে ক্ষয়,
নবীন প্রাণে জাগিবে নয়
মর্মে লভি' স্বর্ণ-উদয়
বৈভব অতন্দ্র ।
ঝড়ের রাতি ওই এলো আজ.
লুপ্ত আকাশ-চন্দ্র ।

বিজয়

অটল অতন্দ্র প্রতীক্ষার আকাঙ্ক্ষিত
সমুজ্জ্বল লগ্ন আসে, মূর্ত হয় আজি
ভারতের ভাগ্যাকাশে নিখিল-নন্দিত
সাধনা তোমার। নব যন্ত্রে ওঠে বাজি'

বিশ্বের বিবর্ত-ছন্দ, উঠিছে ধ্বনিয়া
ভারত-মুক্তির-মন্ত্রে সমগ্র ধরার
মুক্তির অমোঘ বাণী পূর্ণ করি' হিয়া
অতল আনন্দ-ধারে ; তমিস্র তন্দ্রার

অবনীর মর্ম হ'তে হয় চিরতরে
বিলুপ্তি বিলয়। তব বহ্নি-বিচ্ছুরণা
উদাত্ত কণ্ঠের সুধা অনাহত ক্ষরে
আজ, লভে সূর্য-দিশা আঁধার-অবনী

প্রোজ্জ্বলন্ত মন্ত্রে তব ভারত-অঙ্গনে,
সে-মন্ত্র জাগ্রত, ধ্রুব বিজয়-নিস্বনে।

আজি শাওন-ঘন-মেঘ

আজি শাওন-ঘন-মেঘ গগন ঘিরে আসে—ভুবন বুঝি মোর ছায়,
কোন নিদ্রাহারা আঁখি তোমারি আলো-আশে গভীর পথ-পানে চায় ;
দূর সূর্য-অভিমুখী সুচির অভিযানে সাধি যে সরণীরে মোর,
কোন প্রলয়-গর্ভের অন্ধতমোরূপ রচিল শর্বরী ঘোর !

ধরা- সীমা বিলুণ্ঠিত পুঞ্জমেঘছায়া ভরেছে নভ-তল ক্ষণে,
গেহে ফিরেছে ধেনুদল, বেপথু-বনচূড়া মত্ত-সমীরণসনে ;
ঝরে অবার বারিধারা মিলায় আঁখি-পথে বিজন-প্রান্তর-ছবি,
কার অশ্রুধারা এই বাদল-নূপুরের ছন্দ-নিস্বনলোভী !

ঘন তিমির আবরণে ছাওয়া এ-ধরণীতে ছায়া যে বরষার আসে
নভে বিদারি' ঘন-বুক ঝলকে দ্যুতি-লতা অশনি মন্দ্রিয়া ভাষে ;
জাগে অসীম সাগরের সঘন গর্জন, ক্ষুব্ধ তরঙ্গ রব,
হেরি ঊর্মি-উতরোলে তমসা রচে তার অতন্দ্রিত উৎসব !

এই বাদলবরিষণে হৃদয় আজি মোর সে-কোন স্বগহনে চলে,
শুধু উদাসী আঁখি মোর তোমারি পথ চাহি রহিয়া জাগে প্রতিপলে ;
মোর বরষা-ব্যথাতুর নিরালা গুঞ্জনে অশ্রুনির্ঝর সাথে,
মেঘ- মুক্ত-স্বপনের সুনীল আভা নিয়ে মূর্ত হও মেঘরাতে !

আজি শাওন-ঘন-মেঘ গগন ঘিরে আসে ভুবন বুঝি মোর ছায়,
মোর গহন-তলে জাগো শুভ্র-ঊষা-আলো অপার তব করুণায় !

সাথী

(গান)

তুমি না জ্বালিলে আঁধার-দেউলে কেমনে বিভাসি বলো,
কেমনে তরি এ-নিশীথে আমার চলায় যদি না চলো ?
তুমি রহ প্রাণে কুসুম-গন্ধে
গাঁথো প্রতিপলে বিকাশ-ছন্দে ;
অমরা-দীপনে সাজায়ে দীপালি জীবনে তুমিই জ্বলো,
তুমি না জ্বালিলে আঁধার-দেউলে কেমনে বিভাসি বলো ?

তুমি যে অবনী-ললাট-লিখনে করুণা-আঁখর রাখো,
অমল প্রেমের সৌর-কিরণে ধরা-মালিন্য ঢাকো ।
তব প্রোজ্জ্বল জীবন-মন্ত্রে
জাগে নিষুপ্ত জাগর-তন্ত্রে ;
ঘনতম-পারে বাঞ্ছিত কোন স্থচির স্বপ্নে আঁকো,
তুমি যে অবনী-ললাট-লিখনে করুণা-আঁখর রাখো ।

মর্ত্য জীবনে নিখিল-জননী তোমারি দিশায় সাধি,
সন্ধ্যা-বেদনা-বিহীন বেলায় সাথে তুমি চিরসাথী ।
তব বাণী লভি' মম নিকুঞ্জ
সাজায় অর্ঘে প্রসনপুঞ্জ ;
অন্তরমাঝে বিরাজ তুমি যে বিভাসি' কালের রাতি,
সব সীমাধারে সব অসীমের সাধনা চলেছ সাধি' ।

তের শ' পঞ্চাশ

পঞ্চাশের এই মূর্ত প্রলয়ে নিবিয়া গিয়াছে আলো
চলিছে শুধুই করাল রাতের দুর্যোগ-অভিযান—
ধ্বংসোন্মুখ মানবতা-মুখে শোণিত-তৃষ্ণা-কালো !
নাশো এ-আঁধার হে ময়ূখ-মণি, বিশ্বের ভগবান।

হে করুণাময়, শোনো আর্তের করুণ আর্তনাদে,
ভুলেছে মানুষ অমরার পথ—কোথা প্রোজ্জ্বল দিশা,
হিংসাক্লিষ্ট মর্ত্য-মানব নরক-সাধন সাধে,
রচে আপনার নিশিত-অস্ত্রে নিজ ভালে কাল-নিশা।

পাশবিকতার পন্থার 'পরে মানুষ পিশাচ হয়,
সেই পিশাচেরা নৃত্য করিছে মৃত্যুর সাথী হ'য়ে ;
এই কি ধরণী-স্বর্গ-সরণী, জাগে মনে বিস্ময়।
কলুষ কালের শত প্রবাহিনী এক সাথে যায় ব'য়ে !

রাত্রি-গহনে উদয়-অচলে রবির অভ্যুদয়,
প্রলয়ের ভ্রূণে, নব সৃষ্টির বিকাশের সাড়া জাগে ;
ঊর্ধ্বের আলো-নির্ঝর-ধারা আজিকে অঝোরে বয়,
স্বর্ণ-সরণী অনুরঞ্জিত অরুণ-বর্ণ-রাগে।

ডাকিছে দিশারী, নামিয়া ধরার ধূলি-'পরে ভগবান
"জাগো হে মানব, চেনো আপনারে, অমৃতের সন্তান।"

রাত্রি

অস্ত-সূর্য-সোনা বনানী-মুকুটে শোভি' নাহি আর জ্বলে,
জাগিতে উষায় নব রবি সে মিলায় ধীরে আঁধিয়ার-ছলে।
শেষের রশ্মিটুকু সহসা মিলায়ে গেল সাগরের বুকে,
তাহারি নীরব কথা বুঝিবা রণিয়া 'ওঠে তরঙ্গ-মুখে।
পাখিরা আবার ফিরে এসেছে কখন নীড়ে—প্রশান্তিভরা,
অটল স্তব্ধতায় অতল ছন্দ পায় নিথরিত ধরা।
আঁধার নামিয়া আসে তরণী কাহার ভাসে চাহি' দূরদিশা,
ছিঁড়িল কূলের মায়া ভুলালো রাতের ছায়া কী সে চির-তৃষা
মুক্ত মলয়-সুর আনিছে বহিয়া দূর বনান্ত-বাণী,
অযুত সেতারে সেথা না জানি করিছে কার আলাপন পাণি।
রজনীগন্ধা-আঁখি স্বপ্ন-সুরভি মাখি' জাগে নব গানে,
কুসুম-কিরণধারা পবন বহিয়া সারা অনাহত প্রাণে।
অসীম অগাধ বাবি শূন্যে করে কাড়াকাড়ি সীমাহীন আশে,
অম্বুধি অনুরাগে জানি না কী ভাষে জাগে অনন্ত-পাশে।
আকাশ-আলয়ে ঝলে নিবিড় নিশীথতলে অগণন-শিখা
বিজনে বসিয়া সেথা বিরচে সে কাব মায়া মণি-মরীচিকা।
সুনীল মুকুরে আসি' সোনালী রূপের রাশি বিচছুরি' যায়
সে-কোন বণিক চলে ছড়ায়ে মাণিক জলে নভ-অজানায়।
হেথায় চাঁদের আলো বিনাশে রাতের কালো তন্ত্রে সুরের
অসীম কিরণে ফোটে মর্ম ভরিয়া 'ওঠে মন্ত্রে দূরের।

দু'টি আঁখি

কোন গভীরের সন্ধানী-শিখা ধরি' তব দু'টি আঁখি
দাও যে নয়নে রাখি'।
কি জানি কি চাও নারি বুঝিবারে
কোন হারাসুর খোঁজ তারে তারে,
শুধু সে তীব্র অমলতাময় অমরাপরশখানি
নিবিড়ে আমার জানি।

কোন গভীরের সন্ধানী-শিখা ধরি' তব দু'টি আঁখি
দাও যে নয়নে রাখি'!
কোন মধুরিমা সে-চাহনি ছায়
মর্ম-মুকুল নব করে চায়;
যেন নির্দিশা রাতের পাথারে ধ্রুবতারাসম ফুটি'—
বন্ধন যায় টুটি'!

কোন গভীরের সন্ধানী-শিখা ধরি' তব দু'টি আঁখি
দাও যে নয়নে রাখি'!
মোর ভুবনের স্তর যত ভেদি'
রচে কিরণের বাঞ্ছিত বেদী;
যেন যুগান্ত-ঈপ্সিত ক্ষণে স্বপনিকা সম্ভাষে—
নির্বাধ নেমে আসে।

কোন গভীরের সন্ধানী-শিখা ধরি' তব দু'টি আঁখি
দাও যে নয়নে রাখি' !
আনে তপনের প্রোজ্জ্বল সোনা
বিমল ঊষার বৈভবে বোনা ;
আঁধার-নিকষে পড়ে উদয়ের অনাদি জ্যোতির্লিখা-
মোছে ধূলি-মরীচিকা।

কোন গভীরের সন্ধানী-শিখা ধরি' তব দু'টি আঁখি
দাও যে নয়নে রাখি' !
দু'টি অতন্দ্র দ্যুতি-আঁখিতারা :
কালেব প্রবাহ সেখা কালহারা
অমোঘ-দৃষ্টি মুহূর্তে কোন সুগহন দ্বার খোলে—
জাগি তারি হিন্দোলে।

আনত

(গান)

আকাশ-পারের আকাশ তোমার নামল যে 'ওই ধূলাতে
উদয়-রাগের নির্ঝরিণী ঝরল আমার কুলাতে।
সুদূর-বাণী জাগল প্রাণে
জাগল নিখিল বিশ্ব-গানে ;
স্বচ্ছ-সুনীল মুক্তি-বিথার চায় মনে মোর ভুলাতে,
আকাশ-পারের আকাশ তোমার নামল যে ওই ধূলাতে

তোমার চির প্রভাত বিলায় বাঞ্ছিত কোন লগনে,
তাই তো আমার কূজন-ধ্বনি ভরল সারা গগনে।
কণ্ঠ আমার জাগায় রাতে
মুক্ত ঊষার মর্মে মাতে ;
জীবন আমার দীপনময়ী কোন সুরে চায় দুলাতে,
আকাশ-পারের আকাশ তোমার নামল যে ওই ধূলাতে

একটি খেয়া

একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায় ;
সে কোন সুদূর অসীম পারের দেশে
জানি না মন কেমন ক'রে যায়!

সুনীল গভীর অতল আকাশ-পারে
বাজে নূপুর তারার তারে তারে,
ছন্দ যে তার দীপ্তিমণির মায়ায
কোন অচেনার প্রকাশটি আজ জানায়,

সেই কিরণে মন যে আমার আজ
কোন অজানার কোন ঠিকানা পায়
একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায়!

একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায় ;
বিমৌন মোর বকুল শাখার 'পরে
তোমার গভীর বাণীর বিকাশ ছায়

তোমার গভীর হৃদয়টিরে ক্ষণে
এই বসুধায় বিছাও সঙ্গোপনে,
নিখিল ভুবন সেই মায়াতে হারা
জানাও তারি শুভ্রস্রোতের ধারা ;

অজানার এই যামিনী মোর আজ
ব্যাকুল শুধু বিকাশ-বাসনায় ;
একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায়।

একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায় ;
প্রহর বুঝি থামল এসে ওই
প্রহরবিহীন কালের স্তব্ধতায় !

মোর তরণীর নীহারশুভ্র পালে
বইল হাওয়া কার চরণের তালে,
জাগে জ্যোতির রহস্যলীন গান
কোন পারে যে সকল অভিযান !

রাতের তিমির-কুহেলিকার শেষে
কোন দীপিকার বিকাশ মূর্চ্ছনায় ;
একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায়।

একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায় ;
অঝোরঝরা অপার কিরণ-ধারে
যামিনী আজ প্রভাত-মগ্ন প্রায়।

সুদূর হতে বাণীর ধ্বনি ভেসে
লাগল ধরার গোপন-তারে এসে,
প্রস্বনে তার কি সুর যেন বাজে
কোন অসীমের রূপের স্বপ্ন সাজে,

সে সুর শুনি তারার বীণার রবে
সে সুর শুনি দূর নীহারিকায় ;
একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায়।

একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায় ;
ঘুমন্ত এই ধরার আঁখির পাতে
স্বপ্নদ্যুতি মর্ম্ম যে তার ছায়।

থির আলোকের অঙ্গনে আজ আসে
স্বপ্নপুরীর অঞ্জন উদ্ভাসে
গোপনচারী অপ্সরীদের বাণী
চলার মুখে চরণ-স্পন্দখানি।

আজ অমরার পারিজাতের প্রভা
বিছায় ধরার প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় ;
একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায়।

একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে চায়
অচিন্তনের অমল পরশ-মালা
রজনী আজ কণ্ঠে যে তার পায়।

মাথার পরে চাঁদের আলো ওঠে
নিথর ধরার বক্ষে আসি' লোটে,
রাঙে আমার বকুল কুঁড়ির নেশা
যেই জাগাতে কিরণপ্রভাত মেশা।

একটি খেয়ায় যুগের নিশা চাঁদ
প্রভাতি' লয় রজত-ইশারায়,
একলা রাতে চাঁদের পানে চেয়ে
মন যে আমার কোন অসীমে ছায়

নির্ভরতা

আজকে দিনে রইব কাছে তোমার মাঝে
আনব গানের আগুন-জ্বালা ফাগুন ডালা।
শুনব তোমার সুরের বাঁশি
ছড়িয়ে দেব কুসুমরাশি ;
চির প্রাতের পরশ লভি' আঁধার-কূলে
ইন্দ্রধনুর বিচিত্রিত বর্ণ-স্বপন উঠবে দুলে
ধূলার বুকে স্বর্ণ-রতন ঝরবে আমার ঊষায়-সাঁঝে,
আজকে দিনে রইব কাছে তোমার মাঝে।

ছোঁয়াও তোমার পরশমণি হে জননী!
দীপ্তশিখা দীপের মত লইব ব্রত।
দীর্ণ করি' নিশার কালো
জ্বালব তোমার দিশার আলো ;
মোর চেতনার স্তরে স্তরে নবীন রবি
আঁকবে তোমার মানস-নিলীন রূপান্তরের মূর্ত-ছবি
যুগান্তরের সঞ্চিত ম্লান রাতের ছায়া মিলায় লাজে,
আজকে দিনে রইব কাছে তোমার মাঝে।

আনব তোমার চরণতলে জীবনদলে
অসীম তোমার স্নেহের দানে ভরব প্রাণে।
সমর্পণের অর্ঘগুলি
জাগবে পুলক-স্পন্দ তুলি' ;
তোমার জ্যোতির অবাধস্রোতে মিলব এসে
নিঃশেষে আজ বিলিয়ে দেব—ভাসার যা' তা' যাক না ভেসে
মোর নিবিড়ের তন্ত্রীতে আজ মুক্ত আলোর মন্ত্রণা যে,
আজকে দিনে রইব কাছে তোমার মাঝে।

বিস্মৃত মোর স্বপ্নরাজি   জাগাই আজি
কণ্টকে ফুল উঠল ফুটে   বাঁধন টুটে।
রাতের তারা ছন্দখানি
সঙ্গোপনে পাঠায় জানি ;
তোমার মানস-চন্দ্র-আলোর উৎস-ধারা
এক লহমায় ভাঙল যুগের গহনতম অন্ধকারা
মূর্ত হ'ল মাটির মাঝেই তোমার কিরণ-কল্পনা যে,
আজকে দিনে রইব কাছে তোমার মাঝে।

দীপ্ত তোমার চোখের পানে   যেই সে চাওয়া
সেই তো প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত   পরম-পাওয়া।
আঁধার-রাতের প্রহর যত
উদয়-আলোয় হ'ল গত ;
আপন ভুলি' নিরুদ্দেশে ভাসাই তরী
কোন সে কূলের বার্তা আসে—শুভ্র পালে দেয় যে ভরি'
মোর তরণীর লক্ষ্য যে-ধন মর্মে জানে—তোমার আছে,
আজকে দিনে রইব কাছে তোমার মাঝে।

ঝর্ণা

ঝর্ণা ওগো জীবন-ধারায় বইব তোমার উচ্ছলতা,
বইব প্রাণের প্রবাহনে তোমার অমল উজ্জ্বলতা।
জ্বালিয়ে দেব ঢেউয়ের মালায়
যেই সুধা সুর শূন্যে হারায় ;
অসীম অভিযানের মন্ত্রে ভরব নিবিড় নিমগ্নতা,
ঝর্ণা ওগো জীবন-ধারায় বইব তোমার উচ্ছলতা॥

প্রতিপলে মোর সাধনা মিলন-মধুর বাঁশির তানে
দূরের ডাকে বাঁধনহারা যাব ভেসে কলগানে।
পরশ যাহার পথের ধূলায়
স্বর্ণ-সুরের স্বপ্নে ভুলায়
তারি মাঝে উষার সাঁঝে আমার অতল-বিহ্বলতা,
ঝর্ণা ওগো জীবন-ধারায় বইব তোমার উচ্ছলতা

পরশমন্ত্র

কোন সুরে তোর ফোটাস মাগো মলিন মাটির মুকুলগুলি,
আকাশঝরা আলোর স্রোতে জাগে অমল শিহর তুলি'।
বাঁধন ভাঙে পলে পলে
তোরি পরশ-সোনায় জ্বলে,
আঁধার-ঢাকা আকাঙক্ষা তার রূপ নিল যে উষায় ভুলি'
কোন সুরে তোর ফোটাস মাগো মলিন মাটির মুকুলগুলি।

বর্ণে যে তার লাগল প্রথম উদয়বেলার স্বর্ণ-আভা,
চাঁদের বাঁশি মুক্ত-প্রাণের গন্ধনিবিড় ছন্দে কাঁপা।
প্রতিক্ষণের নীরবতা
পায় গহনে কোন বারতা,
কোন অসীমের স্বপ্নদুয়ার মর্ত-ধূলায় যায় যে খুলি',
কোন সুরে তোর ফোটাস মাগো মলিন মাটির মুকুলগুলি।

কাণ্ডারী

(গান)

কে ল'য়েছ তুলি' পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায়,
কোন্ কূল-ঊষা চোখে তব জাগে ভেদি' ঘন এ-নিশায়।
চলো ল'য়ে চলো যেথা তব সাধ
বুঝি পথ চেয়ে অমল প্রভাত ;
চির বিমুক্ত তরণী আমার তব ধ্রুব-ইসারায়,
কে ল'য়েছ তুলি পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায় !

প্রাণে জাগে আজি শত জীবনের বাঞ্ছিত এক আশা,
তোমার পাবক-মন্ত্র-ধারায় দাও তারে দাও ভাষা।
মাধুর্যে তব দীপ-দৃষ্টির
খোলো দ্বার খোলো নব সৃষ্টির,
ডাকে অন্তরে : প্রাণের পেয়ালা সে-অমৃত ভরি—আয়,
কে ল'য়েছ তুলি' পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায় !

ওগো বিমোহন, পরশরতন, পরশি' তোমায়—ভুলি,
পলকে পলকে তব সস্মিত-সূর্য-শিহরে দুলি।
বুঝি এ-মর্ত্য ম্লান স্মৃতি-তটে
তব অনন্ত বাণী আসি' রটে ;
আনন্দ তব স্বর্ণ-কুম্ভে সত্তার ভরি' ছায়,
কে ল'য়েছ তুলি পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায়।

অর্ঘ

(গান)

শুধু আঁখিজলে বিরচি অর্ঘ যদি এ কামনা তব
জ্বালাব না যামী প্রদীপ-শিখায়, সুন্দর, অভিনব।
আরতি আমার অশ্রুর সাজে
রবে সুনিখর সঙ্গীত মাঝে,
তোমারি দানের গহন গানের মূর্চ্ছনে সাধি' লব।

পন্থায় তব যদি মোরে চাও ভরি' অনন্তকাল,
জানিব তুমিই রহি' মাঝে মোর কাটিবে নিশীথজাল
না হ'লে উদয়-আলো-উন্মেষ
শুধাব না এর আছে কি না শেষ,
শুধু চরণের অবিশ্রান্ত অনাহত লব তাল।

অতল দহনে দহিয়া আমায় চাও যদি জ্বালিবারে
যুগযুগান্ত পার হ'য়ে চলি—সে তোমার অভিসারে।
লভি চুম্বন তব বহ্নির
সার্থক মানি নয়নের নীর,
অঙ্গুলি-শিখা লয় তুলি' তব সুনিভৃত কোন তারে।

মহিমা

(গান)

যে আলো এনেছ মরতের 'পরে সীমাহীন করুণায়
এ-জীবন-দীপ যেন ভরি' প্রাণ তাহারি পরশ পায়।
ধূলিকার বুকে বহ্নির সাধ
নিশীথ-মর্মে অমল প্রভাত
সে পরশ মাঝে চির স্বপনের রঞ্জন বুঝি চায়।

যে আশা এনেছ আশাহীন এই মর্তমরুর মাঝে,
উঠি' উচছলি' যেন নির্বাধ প্রতি তরঙ্গে বাজে।
চির সবুজের সুবর্ণ-শিখা
বিলায় অমরা-বহ্নির লিখা,
লভি' তব ভাষা তোমার ছন্দে তোমারি স্বপনে সাজে

যে-দিশা এনেছ নির্দিশা এই নিতল রাতের তলে
হে চির দিশারী, সে যেন অবার পন্থায় তারি চলে।
বরি' নিস্তল ছায়া ধরণীর
যেন উল্লাসে অমরা-মিহির,
তব মহিমার অসীমমন্ত্রে প্রতিমুহূর্তে জ্বলে।

কামনা

(গান)

চেয়েছি তোমারে ফুটায়ে তুলিতে জীবনের পটে মম
নির্মল নিরুপম।
গগন-নিশীথে টুটিয়া
গিয়াছে ঊর্ধ্বে ছুটিয়া
তোমা-অভিমুখী আকাঙ্ক্ষা এক বহ্নির তীরসম ;
চেয়েছি তোমারে ফুটায়ে তুলিতে জীবনের পটে মম।
নির্মল নিরুপম।

চেয়েছ তোমার চির অমরার অনল স্বপ্নখানি
ধরিতে ধূলায় আনি'।
মর্ত-মলিন গহনে
রচিতে প্রভাত-লগনে
অতলে আমার এসেছ নামিয়া হে মোর ঊর্ধ্বতম ;
চেয়েছি তোমারে ফুটায়ে তুলিতে জীবনের পটে মম
নির্মল নিরুপম।

পঙ্গুতামাঝে তোমার তুঙ্গ-শক্তির একী সাধ !
নিয়ে চলো নির্বাধ।
অভীপ্সা মোর তুমি যে
রয়েছ ললাট চুমি' যে
আঁধার-আকাশে আলোর প্লাবন আনো হে বিশ্বরম,
চেয়েছ তোমারে ফুটায়ে তুলিতে জীবনের পটে মম
নির্মল নিরুপম।

জাগরণ

মর্ত-ধূলির আঁধার বিনাশি'
জাগিল আজি
জ্যোতি-দিগন্তে নব দীপনের
প্রসূন-রাজি।
কোন স্বপ্নের স্বরূপের আভা :
ঢালে সুধা তব চন্দ্রিকা-চাঁপা,
নিশীথিনী ভরে শূন্য হৃদয়
জীবন-সাজি।
তোমার কিরণ আঁধার-অতলে
জাগিল আজি।

কালের প্রান্তে সূর্য-আভাস
ভাতিল বুঝি,
স্বর-সঙ্গমে আলো অতন্দ্র
সরণী খুঁজি'।
বসুধার যত অন্ধ-ছলনা
তব চেতনার নাশে দ্যুতিকণা,
তোমার মন্ত্রে অমা-আবরণ
যায় যে মুছি'।
কালের প্রান্তে সূর্য-আভাস
ভাতিল বুঝি।

মোর হৃদি তব মণি-মাধুরীতে
মগ্ন হয়,
চরণ আমার তব চিরপথে
লগ্ন রয়।
মৃন্ময়-দীপে চিন্ময় আলো
গহন আমার জ্বালো তারে জ্বালো,
ভুবন আমার সে-সব সোনায়
স্বপ্নময়।
মোর হৃদি কোন মণি-মাধুরীতে
মগ্ন হয়।

কোন উষা-পথে পথ তব চলে
নাহি তো জানি,
মর্মে আমার জাগ্রত শুধু
জীবন-বাণী।
সেই সুরে মোর হিয়া বিহ্বল
অমা-স্রোতস্বী জ্যোতিরুচ্ছল
সকল প্রবাহ-অর্ঘ চরণ-
প্রান্তে আনি'।
কোন উষা-পথে পথ তব চলে
নাহি তো জানি।

অনাদি-উষার অভিযান বুঝি
তোমারি পানে,
এই ধরণীর আলোছায়া-পটে
তোমারি গানে।

সৌর-সোনার প্রবাহন-ধারা
পৃথিবীর পথে হ'ল আজি হারা,
তোমার ছন্দ সাধিয়া যন্ত্রে
বিশ্ব-প্রাণে
অনাদি-উষার অভিযান বুঝি
তোমারি পানে।

নীহারিকা তার সুর-সম্ভার
দিল কি ডালি,
উদ্দেশে তব রজত-শ্রাবণে
অংশুমালী।
আজি ধরণীতে এলো কি লগ্ন
নিশার অচল জ্যোতির্মগ্ন,
জাগে তারাদল অসীম-আকাশে
হৃদয় জ্বালি'।
নীহারিকা তার সুর-সম্ভার
দিল কি ডালি,

কোন অমরার মণি-দ্বার খুলি'
এসেছ নামি',
উজলি' বিশ্ব পুলক-শিহরে—
আঁধার-যামী।
কত-যুগান্ত বেদনার মালা
হ'ল যে তোমার পরশনে আলা,

পূর্ণকিরণ তমিস্রতলে
প্রকাশকামী।
কোন অমরার খুলি' মণি-দ্বার
এসেছ নামি'।

এ-শুভ-লগনে উদয়-শঙ্খ
উঠিছে বাজি'
আঁধার-অবনী সুরের কুসুমে
সাজায় সাজি'।
দূর আকাশের বর্তিকাদল
রচে কাঞ্চন-কিরণ-কমল
অলক্ষ্যে তোমা দেয় জীবনের
অর্ঘ-রাজি।
এ-শুভ লগনে উদয়-শঙ্খ
উঠিছে বাজি'।

ধূসর ধূলাব সকল আঁধার
নিয়েছ বরি',
অন্তবিহীন তোমার অনল-
আঁচলে ভরি'।
তোমারি মন্ত্রে দিয়েছ জাগায়ে
সবিতা-স্বপ্ন আঁখিতে মাখায়ে,
তব আলোকের পরশ-প্রদীপে
রূপান্তরি'।
ধূসর ধূলার সকল আঁধার
নিয়েছ বরি'।

তোমার সুরের সকল বাসনা
তোমারি হাতে,
কোন অসীমের মর্ম্ম-প্রকাশী
ছন্দে মাতে।
করি' শ্যামলিম ঊষরিত ভূমি
সকল তন্ত্রী সাধিছ যে তুমি,
ছায়া সুনিবিড় কিরণ-কাননে
উদয়-প্রাতে।
তোমার সুরের সকল বাসনা
তোমারি হাতে।

তোমারি পথের পান্থেরা আসে
তোমার পাশে,
মিলিত সে-কোন মুক্তি-আশার
আলোক-আশে।
ছায় বাণী তব সকল লগনে
ছড়াল উধাও অবাধ গগনে,
অন্তবিহীন সৌর-শিখায়
সমুদ্ভাসে।
তোমারি পথের পান্থেরা আসে
তোমার পাশে।

পরশে তোমার কোন কালহীন
পরশমণি,
জাগায় ধরায় কোন অরূপের
রূপ-স্বপনী।

আসে অন্তর-উৎসব দিনে
নিখিল-নিয়তি লভিবারে চিনে,
জীবন-যন্ত্রে সাধিবারে চির
বিজয়-ধ্বনি।
পরশে তোমার কোন কালহীন
পরশমণি।

মর্ত্য-ধূলির তিমিব আঁধার
দীপিল আজি
নব দিগন্তে লভি' শিখায়িত
প্রসূন-রাজি।
কোন স্বপনীর স্বরূপের আভা :
ঢালে সুধা তব চন্দ্রিকাচাঁপা
নিশীথিনী ভবে শূন্য-হৃদয়
জীবন-সাজি।
মর্ত-ধূলির তিমির-আঁধাব
দীপিল আজি।

নীল-বিহঙ্গ

(শ্রীঅরবিন্দের Blue Bird হইতে)

আমি দেব-বিহঙ্গম স্বর্গ-নীলাকাশে,
চির স্বচ্ছ রাজি ঊর্ধ্বে মালিন্যের ;
গীতি সত্য সুমধুর মোর কণ্ঠে আসে,
গান মোর সুবাঞ্ছিত ত্রিদিবের।

মৃত্যুর জগৎ হোতে প্রচ্ছুরিত আমি,
বহ্নিসম উঠি শোকহীন নভে,
এ-মর্তের বেদনার্ত জন্মভূমে নামি,
বহ্নি-বীজ, পূর্ণ রভস-বৈভবে।

মুক্ত পক্ষ অস্বীকারে কালের বন্ধন,
আলিঙ্গনে বাঁধে আলো অনির্বাণ।
শাশ্বত রূপের আনি স্বপ্ন চিরন্তন
আনি আমি আত্মদৃষ্টি-বরদান।

পদ্মরাগমণি-অক্ষি ধরি' লোকচয়,
জ্ঞান-বৃক্ষে রহি আমি সমাসীন,
স্বর্গ-পুষ্প পরিকীর্ণ মধুগন্ধময়—
অনন্তের যেথা ধারা তটহীন।

সর্বজ্ঞাত বহ্নি-হৃদি, রহস্য-বিদারী,
মন মোর প্রান্তহারা নির্বিচল,
গান মোর স্বপ্ন-কলা উল্লাস-সঞ্চারী—
অমরা-এষণা-মুক্ত পক্ষদল।



